যাকাত

কেন ও কিভাবে দেবেন

আবুল কালাম আযাদ

যাকাত

কেন ও কিভাবে দেবেন

আবুল কালাম আযাদ

প্রকাশনায়

আযাদ প্রকাশন

১৯, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী
(মাদরাসা মার্কেটের সামনে)
রাণীবাজার, রাজশাহী

পরিবেশক

আযাদ বুক্স

১৯, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬২৩৬০২

www.waytojannah.com

যাকাত
কেন ও কিভাবে দেবেন

আবুল কালাম আযাদ

প্রকাশনায়:
আযাদ প্রকাশন
১৯, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৬ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০১২ ইং

গ্রন্থসত্ত্ব:
লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

কম্পিউটার প্রসেস:
সাইলেক্স
হোটেল ইন্টারন্যাশনাল (৪র্থ তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ৬২০৮২৯

মূল্য : ৩২.০০ (বত্রিশ) টাকা মাত্র।

Jakat Keno O Keybhabe Deben? By : Abul Kalam Azad Published by Azad Prokashon 19, Shahi Jame Masjid Market, Anderkilla, Chittagong, Bangladesh. Phone : 623602 Price: 32.00 Tk. Only.

www.waytojannah.com

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
যাকাতের পরিচয়	৫
যাকাতের শর'য়ী হুকুম	৫
জাতীয় অর্থ ব্যবস্থায় যাকাতের ভূমিকা	৭
যাকাত প্রদানের ফযীলত	৭
যাকাত না দেয়ার পরিণাম	৮
যাকাতের নেছাব ও তার হার	১১
ব্যবসায় পণ্যের যাকাত	১৫
অলংকারের যাকাত	১৭
আধুনিক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বা মওজুদ অর্থের যাকাত	১৮
পশু সম্পদের যাকাত	২০
ইয়াতীম ও পাগলের সম্পদের যাকাত	২৪
যেসব মালে যাকাত দিতে হয় না	২৬
বর্ষপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত প্রদান করা	২৮
একজন পেশাজীবীর জমা-খরচের ও যাকাতের নমুনা	৩০
একজন ব্যবসায়ীর দায়-জমার হিসাব ও যাকাতের নমুনা	৩১
জমির ফসলের যাকাত	৩২
ফসলের যাকাতের নেছাব	৩২
ফসলের যাকাতের হার	৩৩
জমির ফসল সম্পর্কে কিছু কথা	৩৫
মধুর যাকাত	৩৫
খনি বা খনিজ সম্পদের যাকাত	৩৬
যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ	৩৮
যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়	৪২
যাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগ্রহ ও বণ্টন করা	৪৫
সরকারি যাকাত উসুলকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ফযীলত	৪৬
যাকাত উসূল বা সংগ্রহকারী যাকাতদাতার জন্য দু'আ করা	৪৭
যাকাত প্রদানকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪৭

ওয়াহিদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী
(মাদরাসা মার্কেটের সামনে)
রানীবাজার, রাজশাহী
০১৯২২-৫৮৬৬৪৫, ০১...

www.waytojannah.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

ইসলাম হলো আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত ও রাসূল ﷺ-এর প্রদর্শিত মানব জীবনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ জীবনব্যবস্থায় অন্যান্য বিধানের ন্যায় যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কুরআন মজীদে বেশ কিছু স্থানে নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদানকে একসাথে আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ ইসলাম নামাযের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং যাকাতের মাধ্যমে আর্থিক ভারসাম্য স্থাপন করেছে। প্রকৃতপক্ষে যাকাত মুসলিম সমাজের জন্য একটি তাওহীদী আক্বীদাভিত্তিক সামাজিক সুস্থতা ও অর্থনৈতিক সুষম বণ্টন ব্যবস্থা। যাকাত একদিকে ধনীদের ধনকে হালাল করে অপর দিকে গরীব জনগণের জন্য সচ্ছলতা বয়ে আনে। সমাজে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমাতে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। বাজারে যাকাতের ওপর লেখা অনেক বই আছে ঠিক, তবে অধিকাংশ বই লেখা হয়েছে যাকাতের তত্ত্বের ওপর। একজন সাধারণ যাকাতদাতা কোনো তাত্ত্বিক বই থেকে সহজে যাকাতের মর্ম ও তার হিসাব বের করতে সক্ষম নয়। তাই স্বল্প পরিসরে যাকাতের মর্ম ও ব্যবহারিক উভয় দিকগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে এ ছোট বইটিতে। আমাদের বিশ্বাস যাকাতদাতাদের কাছে এ ছোট বইটি তাদের যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক ও সমাদৃত হবে।

উল্লেখ্য, বইয়ের তত্ত্ব-তথ্য ছহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে কোনো বিষয়ে যেকোনো হাদীছের সূত্র উল্লেখ করা হলেই তা ছহীহ্ বলা যায় না। কারণ, হাদীছ গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ছহীহ্ আল বুখারী' ও 'ছহীহ্ মুসলিম' ব্যতীত অন্যসব হাদীছ গ্রন্থের সব হাদীছ 'আমভাবে ছহীহ্ নয়। বরং এসব গ্রন্থের হাদীছের মধ্যে ঐসব হাদীছই 'ছহীহ্' যা যুগে যুগে হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণকারী মুহাক্কিক্ব ইমামগণ তাদের তাহক্বীক্বের মাধ্যমে 'ছহীহ্' বলে সাব্যস্ত করেছেন। তাই আমরা আমাদের এ বইতে বিষয়সমূহের তত্ত্ব ও তথ্যের ছহীহ্ সূত্রের ব্যাপারে 'ছহীহ্ আল বুখারী ও ছহীহ্ মুসলিমের সাথে শুধুমাত্র ঐসব গ্রন্থের হাদীছের সূত্র ও নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে যেসব গ্রন্থের হাদীছ- হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণকারী বিখ্যাত ইমাম মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহ:)-এর তাহক্বীক্বের মাধ্যমে ছহীহ্ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা হলো: ১. ছহীহ্ আল বুখারী মিন হাদঈসসারী শরহুলগরীব ছহীহ্ আল বুখারী: ইমাম ইবনু হাজর আল আসক্বালানী টীকা সংযোজিত। ২. ছহীহ্ মুসলিম: তাহক্বীক্ব ওয়া তাখরীজ্ব- আহমদ যাহওয়া আহমদ 'এনায়া। ৩. সুনানু আবি দাউদ: তাহক্বীক্ব ইমাম মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আলবানী। ৪. সুনানু আততিরমিজী: তাহক্বীক্ব ইমাম মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আলবানী। ৫. সুনানু আন্‌নাসায়ী: তাহক্বীক্ব ইমাম মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আলবানী। ৬. সুনানু ইবনে মাজাহ্: তাহক্বীক্ব ইমাম মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আলবানী। ৭. মিশকাতুল মাছাবীহ্: তাহ্ক্বীক্ব ইমাম মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আলবানী। ৮. সিলসিলাতুল আহাদীছ আছছহীহা: ইমাম মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আলবানী। এসব হাদীছ গ্রন্থের সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে ছহীহ্ আল বুখারী ও ছহীহ্ মুসলিম ব্যতীত অপরাপর সূত্রের সাথে দ্বিতীয় বন্ধনির মাধ্যমে [আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ্] এই সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে সহজে বুঝা যায় যে, এ বইতে ছহীহ্র বহির্ভূত কোনো তত্ত্ব-তথ্য সন্নিবেশিত হয়নি। الله حسنا ونعم الوكيل

বিনীত

আবুল কাসাম আযাদ

www.waytojannah.com

যাকাতের পরিচয়

যাকাত (زكوة) শব্দের আভিধানিক অর্থ- পবিত্রতা, বৃদ্ধি, পরিশুদ্ধি। মূলত সম্পদশালী তার সম্পদের যাকাত প্রদানের কারণে তার অন্তর কৃপণতার কলুষ হতে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

শর'য়ী পরিভাষায় যাকাতের অর্থ হলো- সম্পদশালী মুসলমানদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (বছরের হিসাবান্তে উদ্বৃত্ত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ) আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষিত নির্ধারিত খাতে কোনো লাভ-লোকসান ও সুনাম কিংবা কোনো বৈষয়িক স্বার্থ ব্যতীত সম্পূর্ণভাবে দান করা।

যাকাতের শর'য়ী হুকুম

যাকাত ইসলামের বুনিয়াদী আমলের মধ্যে ফরয তথা অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয় তাদের জন্য, যাদের কাছে নেছাব অর্থাৎ শরী'য়ত নির্ধারিত একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকে। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন কুরআন মজীদে যত জায়গায় নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাথে সাথে যাকাতেরও নির্দেশ দিয়েছেন নিম্নলিখিতভাবে।

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْ الزَّكٰوةَ ۔

তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।

(সূরা নং ২ বাকারা আ: নং ১১০ ও অপরাপর বেশ ক'টি সূরার বিভিন্ন আয়াতাংশ)

যাকাত ইসলামের বুনিয়াদী আমলের তৃতীয় রুকন বা ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةً اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الذَّكٰواةِ وَالْحَجِّ وَصُوْمِ رَمْضَانَ ۔

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত: (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল, (২) ছালাত (নামায) কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ করা, (৫) রমযানে রোযা রাখা।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী হা: নং ৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হযরত মু'আজ ؓ-কে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাকে বলেছিলেন: তুমি আহ্লি কিতাবদের এক জাতির নিকট পৌছবে। তাদেরকে এ কথার সাক্ষ্য দিতে জানাবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তারপর তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার তাদের প্রতি রাত-দিনের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।

তোমার এ কথাও যদি তারা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি তাদের ধন-সম্পত্তির ওপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন। এটা তাদের ধনী লোকদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে আর তাদেরই গরীব লোকদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তোমার এ কথাও যদি তারা মেনে নেয়, তাহলে তাদের উত্তম মালই যেন তুমি যাকাত বাবদ আদায় না করো। (বরং মধ্যম মালই আদায় করবে) আর তুমি মজলুমের দু'আকে সবসময় ভয় করে চলবে। কেননা, মজলুমের দু'আ ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝখানে কোনো অন্তরাল নেই।"

(সূত্র: সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হা: নং ১৫৮৪)

আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর রাসূলকে ধনীদের থেকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا ٠

তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে যাকাত আদায় করো, যা দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করো। *(সূরা নং ৯ আত্ তাওবা আ: নং ১০৩)*

যাকাত পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপরও ফরয ছিলো

নামায ও রোযা যেমনিভাবে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের উম্মতের ওপর ফরয ছিলো তেমনিভাবে যাকাতও ফরয ছিলো। হযরত ঈসা ﷺ-এর একটি বক্তব্য কুরআন মজীদে উদ্বৃত হয়েছে। সেখানে তিনি যে যাকাত আদায় করতেন তা-ই প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন:

وَاَوْصَنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ٠

(আল্লাহ্ তা'আলা) আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকি যেন নামায কায়েম করি ও যাকাত আদায় করি। *(সূরা নং ১৯ মরয়াম আ: নং ৩১)*

সূরা নং ২১ আম্বিয়ায় আয়াত নং ৭৩-এ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: "আমরা তাদেরকে ইমাম তথা নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী (মানুষকে) হেদায়াত দান করেছিলো এবং আমরা তাদেরকে অহী পাঠিয়ে ভালো কাজ এবং নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম। আর তারা ছিলো আমাদেরই ইবাদতী।"

এভাবে কুরআন মজীদের আরও বহু আয়াতে পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতের ওপরও যাকাত আদায় যে ফরয ছিলো তার উল্লেখ রয়েছে।

জাতীয় অর্থ ব্যবস্থায় যাকাতের ভূমিকা

যাকাত যেমনি ইসলামের বুনিয়াদী আমলসমূহের অন্যতম, তেমনি তা নিয়মিত আদায় করাও প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তির ওপর আইনগত কর্তব্য। সাধারণত জাতীয় বা রাষ্ট্রীয়ভাবে আধুনিক অর্থনীতির স্বরূপ হচ্ছে- পুঁজিবাদী সমাজের অর্থ ব্যবস্থায় দেখা যায়- কার চেয়ে কে কত বেশি অর্থ লাভ করতে পারে এবং কে কত বেশি সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখতে পারে তার প্রতিযোগিতা। অপর দিকে কমিউনিস্ট সমাজের অর্থ ব্যবস্থা হলো- সম্পত্তির ঢালাওভাবে জাতীয়করণ। পক্ষান্তরে ইসলামী সমাজের অর্থ ব্যবস্থা হলো- সম্পদের সুষম বণ্টন। যেখানে ব্যক্তি সম্পদ লাভ করার যেমন অধিকার আছে, তেমনি তা শুধু নিজে ভোগ করার সুযোগ নেই। সকল সম্পদশালীর সম্পদে নিঃস্ব ও দুস্থদেরও হক বা অধিকার দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

তাদের (ধনীদের) সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের হক বা অধিকার আছে।

(সূরা নং ৫১ আজ্ জারিয়াহ্ আ: নং ১৯)

তাই ধনীদের সম্পদের যাকাত গরীবদের প্রতি কোনো দয়া বা দক্ষিণা নয়; বরং তা তাদের অধিকার। সুতরাং এ অধিকার তাদেরকে প্রদান করার জন্য শরী'য়ত ধনীদেরকে বাধ্য করেছে।

ইসলামে ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক বা অধিকার নির্ণয়ের লক্ষ্য বা টার্গেট হলো যাতে ধনের আবর্তন সমগ্র সমাজে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। ধন মাত্র ধনীদের মধ্যে আবর্তন করতে থাকবে আর ধনী দিন দিন অধিকতর ধনী এবং দরিদ্র দিন দিন দরিদ্র হতে চলবে কোনোমতে এরূপ যেন না হয়। এ উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী নির্দেশ হলো:

كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

ধন যাতে শুধুমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে।

(সূরা নং ৫৯ আল হাশর আ: নং ৭)

যাকাত প্রদানের ফযীলত

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দাও, মূলত এ যাকাত প্রদানকারীই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে। *(সূরা নং ৩০ আর্ রূম আ: নং ৩৯)*

সম্পদশালী ব্যক্তি একদিকে দুনিয়ায় তার সম্পদের যাকাত দিতে বাধ্য, অপর দিকে যাকাত প্রদানের জন্য আখিরাতে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার মহান পুরস্কার। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ. انَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوْ الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْ الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

আল্লাহ্ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে করেন বর্ধিত। আল্লাহ্ কোনো অবিশ্বাসী পাপীদেরকে ভালবাসেন না। অবশ্যই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্মশীল আর নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং (পরকালে) তাদের জন্য কোনোরূপ ভয় নেই আর নেই কোনো চিন্তা। *(সূরা নং ২ আল বাকারা আ: নং ২৭৬-৭৭)*

যাকাত কবুল হওয়ার শর্ত

সম্পদের যাকাত আদায় করা হলে দুনিয়া ও আখেরাতে যে ফায়দা লাভের কথা বলা হয়েছে তা অবশ্য হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদের যাকাত। হারাম পথে অর্জিত সম্পদের যাকাতের ব্যাপারে নয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ الاَّ الطَّيِّبَ আল্লাহ্ পবিত্র (হালাল) বস্তু ছাড়া অন্য কিছুই কবুল করেন না। *(ছহীহ্ আল বুখারী, হা: নং ১৪১০)*

হযরত সাঈদ ইবনে ইয়াসার ﷺ থেকে বর্ণিত, আবু হুরায়রা ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে দান-খয়রাত করে, 'আর আল্লাহ্ হালাল-পবিত্র মাল ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না।" দয়াময় রহমান নিজের ডানহাতে সে দান গ্রহণ করেন, তা সামান্য একটি খেজুর হলেও। এটা দয়াময় রহমানের হাতে বৃদ্ধি পেতে পেতে পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ আকার ধারণ করে; যেভাবে তোমাদের কেউ তার দুধ ছাড়ানো গাভী বা ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে বড় করে।" *(সূত্র: ছহীহ্ মুসলিম, হা: নং ২৩৪২)*

যাকাত না দেয়ার পরিণাম

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ. يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

যারা সোনা ও রূপা সঞ্চিত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে অতীব পীড়াদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। (এমন একদিন আসবে) যেদিন ঐসব (সোনা-রূপা) জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং তাদের পিঠে দাগ কাটা হবে। (আর বলা হবে) এটা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে তার প্রতিফল। সুতরাং যা তোমরা সঞ্চিত করেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ করো। *(সূরা নং ৯ আত্ তাওবা আ: নং ৩৪-৩৫)*

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

مَنْ اَتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتُهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ يَعْنِىْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ ﴿وَلاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اَتَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه هُوَخَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

আল্লাহ্ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদকে তার জন্য একটি মাথার চুল পড়া বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে- যার (চোখ দু'টোর ওপর) দু'টি কালো বিন্দু থাকবে। কিয়ামতের দিন ঐ সাপ তার গলদেশে প্যাঁচানো হবে। অতঃপর সাপটি ঐ ব্যক্তির উভয় অধর প্রান্ত (কামড়ে) ধরে বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভান্ডার। তারপর নবী ﷺ কুরআনের এ আয়াত পাঠ করেন: (এবং আল্লাহ্ যাদেরকে কৃপা করে যা কিছু দান করেছেন তা নিয়ে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণ করা হবে। বস্তুত এটাই হবে তাদের পক্ষে অকল্যাণকর। তারা যে বিষয়ে কার্পণ্য করেছে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় (বেড়ির ন্যায়) জড়ানো হবে।) *(সূরা নং ৩, আ: নং ১৮০) (ছহীহ্ আল বুখারী, হা: নং ১৪০৩)*

হযরত আবু জার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: "কোনো উট, ছাগল ও গরুর মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে এগুলো কিয়ামতের দিন বিরাটকায় ও মোটাতাজা হয়ে উপস্থিত হবে এবং মালিককে এদের শিং ও ক্ষুর দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। শেষটির পালা শেষ হলে আবার প্রথমটি থেকে শুরু হবে এবং এভাবেই চলতে থাকবে, যে পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে বিচার কার্য শেষ হবে।" *(সূত্র: সুনানু ইবনে মাজাহ্ [আলবানীর তাহ্কীক্ সূত্রে ছহীহ্] হা: নং ১৭৮৫)*

যারা যাকাত আদায় করবে না তাদের ব্যাপারে পরকালে যে কঠিন ও বিভীষিকাময় শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনি দুনিয়ায় কোনো মুসলিম সম্প্রদায় যদি যাকাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে যাকাত দিতে না চায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকেও বৈধ করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করলেন এবং তাঁরপর হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা [নির্বাচিত হলেন, আর আরব দেশের কিছু লোক 'কাফের' হয়ে গেল, অর্থাৎ যাকাত দিতে অস্বীকার করল এতে আবু বকর ছিদ্দিক ﷺ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দিলেন] তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তব ﷺ হযরত আবু বকর ﷺ-কে বললেন: আপনি এ লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে পারেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো বলেছেন: 'লোকেরা যতক্ষণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ .... (এ কলমা) মেনে না নেবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যদি কেউ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (এ কলমা) মেনে নেয়, তাহলে তার ধন-সম্পদ ও জানমাল আমার নিকট পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। অবশ্য তার ওপর ইসলাম অন্য কোনো হক কখনও ধার্য করলে তা ভিন্ন এবং তার হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্র ওপরই ন্যস্ত। তখন হযরত আবু বকর ﷺ বললেন: আল্লাহ্র শপথ! যে লোকই নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, তারই বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো; কেননা, যাকাত হচ্ছে মালের হক। আল্লাহর শপথ, তারা যদি রাসূলের সময় যাকাত বাবদ দিত এমন এক গাছি রশিও দেয়া বন্ধ করে, তাহলে অবশ্যই আমি তা দেয়া বন্ধ করার কারণেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই তথা যুদ্ধ করবো। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বললেন: আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটা আর কিছু নয়, আমার মনে হলো, আল্লাহ যেন আবু বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং বুঝতে পারলাম যে এটাই সঠিক (অর্থাৎ তিনি নির্ভুল সিদ্ধান্তই নিয়েছেন)।"

(সূত্র: ছহীহ্ আল বুখারী, হা: নং ১৩৯৯-১৪০০)

ধনীদের মধ্যে যারা যাকাত আদায় করে না তাদের এ যাকাত আদায় না করাকে কুরআন মজীদে মুশরিকদের কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং তাদেরকে অভিসম্পাত দেয়া হয়েছে।

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ.

ধ্বংস অনিবার্য ঐ সকল মুশরিকদের জন্যে যারা যাকাত আদায় করে না। প্রকৃতপক্ষে তারা পরকাল অস্বীকারকারী। *(সূরা নং ৪১ হা-মীম আসসাজদা আ: নং ৬-৭)*

সাধারণ ছদকা দ্বারা যাকাত আদায় হবে না, তবে যাকাতের ত্রুটি পূর্ণ করবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, "নফল নামায দ্বারা যেভাবে ফরয আদায়ের ত্রুটি পূর্ণ করা হবে, অনুরূপভাবে যাকাতের ব্যাপারটিও তদ্রুপ হবে। অর্থাৎ নফল ছদকা দ্বারাও যাকাতের ত্রুটি পূর্ণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য আমলের হিসাবও অনুরূপভাবে গ্রহণ করা হবে।" *(সূত্র: সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহ্কীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হা: নং ৮৬৪-৬৬)*

সুতরাং যাকাত দেয়া হলেই নফল ছদকা তার ত্রুটি পূর্ণ করবে। শুধু নফল দান-ছদকা যাকাতের বিনিময় হবে না।

'যাকাত' ও 'কর' -এর মধ্যে পার্থক্য

যাকাত আদায় করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন- রাষ্ট্রীয়ভাবে যারা 'কর' বা 'ট্যাক্স' দিয়ে থাকে, তাদের যাকাত দিতে হবে কেন? অথবা আদায়কৃত ট্যাক্সের অংশ যাকাতের অংশ হিসেবে আদায় হবে কিনা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে আমাদের ভালোভাবে জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, 'যাকাত' ট্যাক্স বা কর' নয়, প্রকৃতপক্ষে তা একটা অনৈতিক ইবাদত। অথচ কর বা ট্যাক্স এবং ইবাদতের মধ্যে মৌলিক ধারণা ও নৈতিক মর্যাদার দিক থেকে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন:

১. যাকাত মূলত শুধু মুসলমানদের ওপর ফরয যা তাদের ঈমান ও আমলের সাথে সম্পৃক্ত। তাই নিজের সঞ্চিত সম্পদের হিসাব নিজেই করবে এবং তার যথাযথ যাকাত আদায় করবে, সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে তা আদায়ের ব্যবস্থা করুক বা নাই করুক। পক্ষন্তরে কর বা ট্যাক্স মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রের সকল নাগরিককেই পরিশোধ করতে হয়। সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে তা গ্রহণের ব্যবস্থা না করলে, নাগরিক তা পরিশোধ করতে বাধ্য নয়।

২. কর বা ট্যাক্সের টাকা দ্বারা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই সুবিধা ভোগ করতে পারে। যেমন- সরকার পরিচালনা, দেশ রক্ষা প্রতিরক্ষা, রাস্তা-ঘাট ও সেতু নির্মাণ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যাকাতের টাকা সরকার গ্রহণের ব্যবস্থা করলেও যাকাত ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট আটটি খাতের বাইরে ব্যবহার করতে পারবে না।

৩. যাকাতের হার অপরিবর্তনীয়। আজ থেকে প্রায় পনর শ' বছর পূর্বে আল্লাহর রাসূল ﷺ যাকাতের মালের যে হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা আজ পর্যন্ত কোনো স্বেচ্ছাচারী সরকার পরির্তন করতে সাহস পায়নি। পক্ষান্তরে কর বা ট্যাক্সের হার পরিবর্তনশীল। যেকোনো সরকার কর বা ট্যাক্সের হার কম বা বেশি করার অধিকার রাখেন। সুতরাং যাকাতকে কোনো মতেই ট্যাক্স মনে করার যেমন সুযোগ নেই তেমনি ট্যাক্সের টাকা যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দেয়ারও কোনো অবকাশ নেই।

যাকাতের নেছাব ও তার হার

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

আর যারা ধনী তাদের সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের জন্য একটি নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। *(সূরা নং ৭০ আল মা'আরিজ আ: নং ২৪-২৫)*

বস্তুত যাকাতের নেছাব আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। অবশ্য বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছহীহ হাদীছসমূহে। 'নেছাব' অর্থ মূলত সে পরিমাণ, যে পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত ফরয হয় আর যে পরিমাণ আদায় করতে হয় তা-ই হলো 'হার'। উল্লিখিত আয়াতে উভয়দিকেই বুঝানো হয়েছে। যাকাতের 'নেছাব' ও 'হার' এ প্রসঙ্গে হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذُوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.

পাঁচ 'অসকে'র কম পরিমাণ খেজুরের যাকাত নেই, পাঁচ 'আওকিয়া'র কম পরিমাণ রূপার যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের কম সংখ্যার যাকাত নেই।

(ছহীহ্ আল বুখারী, হা: নং ১৪৫৯)

হযরত আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: 'আমি ঘোড়া ও গোলামের ছদকা (যাকাত) মাফ করে দিয়েছি, কিন্তু রূপার প্রতিচল্লিশ দেরহামে এক দেরহাম ছদকা (যাকাত) আদায় করো। আর একশত নব্বই দেরহামে কোনো যাকাত নেই। যখন তা দু'শ দেরহামে পৌঁছবে তাতে পাঁচ দিরহাম (যাকাত) দিতে হবে।" *(সূত্র: সুনানু আত্ তিরমিজী [আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ] হা: নং ৬২০)*

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন:

اِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِىْ فِى الذَّهَبِ حَتَّى تَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ.

তোমার যখন দু'শত দেরহামের সম্পদ হবে এবং তার এ অবস্থায় একটি বছর অতিবাহিত হবে তখন তার যাকাত হবে পাঁচ দেরহাম। আর সোনার কোনোই যাকাত হবে না যতক্ষণ না তার অর্থমূল্য বিশ দীনার হবে। অনুরূপ তোমার সম্পদ যখন বিশ দীনার হবে এবং তার এ অবস্থায় একটি বছর অতিবাহিত হবে তখন তাতে অর্ধ দীনার (যাকাত ফরয) হবে। আর যদি এর পরিমাণ আরো বেশি হয় তাহলে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে।

(সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ] হা: নং ১৫৭৩)

দু'শত 'দেরহাম' কিংবা বিশ 'দীনার' সমমূল্যের সোনার পরিমাণ হলো সাড়ে সাত তোলা বা পঁচাশি গ্রাম। সুতরাং এ পরিমাণ সোনা কিংবা সোনার মূল্যের নগদ অর্থ

বা সম্পদই হলো যাকাতের সাধারণ নেছাব বা পরিমাণ। অতএব, ন্যূনতম এ পরিমাণ সোনা বা অর্থ-সম্পদ কারো কাছে তার জীবনযাপনের প্রকৃত প্রয়োজন সারার পর এক বছর ধরে যদি হাতে থাকে, তাহলে এতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত ফরয হবে। অনুরূপ দু'শত দেরহাম কিংবা বিশ দীনার সমমূল্যের রূপার পরিমাণও হলো সাড়ে বায়ান্ন তোলা। এ পরিমাণও যাকাত ফরয হওয়ার একটি নেছাব। উল্লেখ্য তখনকার সময় অবশ্য সাড়ে সাত তোলা সোনা কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যমান ছিল একই সমান অর্থাৎ দু'শত দেরহাম কিংবা 'বিশ দীনার'। বর্তমান কিন্তু উভয়ের মূল্যমান সমান অর্থাৎ দু'শত দেরহাম কিংবা 'বিশ দীনার।' বর্তমান কিন্তু উভয়ের মূল্যমান সমান তো নয়ই বরং অনেক অনেক পার্থক্য। তাই শর'য়ী বিশারদদের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে যে, মূলত কোন্ নেছাবটি ছুহীহ, সোনার নাকি রূপার। এক্ষেত্রে আল্লামা ইউসুফ কারযাভীর মতামতটিই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: একদল আলিমদের মত হচ্ছে-

'একত-রূপার হিসাব নিছাব সর্ববাদীসম্মত ছুহীহ মশহুর হাদীছ ও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। দ্বিতীয়ত- রূপার ভিত্তিতে নেছাব নির্ধারণ করা হলে দরিদ্র লোকদের ফায়দা বেশি হবে। কেননা, এ হিসাবে অধিকাংশ মুসলিম জনগণের ওপর যাকাত ফরয হবে। ..... অপরাপর আলিমদের মত হচ্ছে সোনার ভিত্তিতেই নিছাব নির্ধারণ করতে হবে। কেননা, নবী করীম ﷺ-এর পরে রূপার মূল্য পরিবর্তিত হয়েছে গেছে। যেমন কালের পরিবর্তনে অন্যান্য সমস্ত জিনিসের মূল্যের পরিবর্তন ঘটেছে। তবে সোনার মূল্য মোটামুটিভাবে একটি নির্দিষ্ট দূরবর্তী সীমানায় এসে ঠেকেছে। কালের পার্থক্যের দরুন স্বর্ণমুদ্রার মূল্যে তেমন একটা পার্থক্য ঘটেনি। কারণ তা সর্বকালের মুদ্রামান নির্ধারণে একক। আল্লামা আবু জুহরা, খাল্লাফ ও হাসান প্রমুখ একালের মনীষীগণ যাকাত সংক্রান্ত আলোচনায় এ মত ব্যক্ত করেছেন।

আমার মনে হয়, এ মতটি সর্বোতভাবে সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ। যাকাতের মালসমূহের উল্লিখিত নেছাব সমূহের মধ্যে- পাঁচটি উট ও চল্লিশটি ছাগল, অথবা পাঁচ অসাক্ব কিশমিশ বা খেজুর তুলনামূলক আলোচনা করা হলে আমরা দেখতে পাব যে, এ কালের উপযোগী হবে সোনার হিসাবে নেছাব, রূপার হিসাবে নেছাব নয়।'

(সূত্র: ফিক্বহুয যাকাত)

যাকাত ফরয হওয়ার সময়-সীমা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكٰوةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ.

যে লোক কোনো ধন-সম্পদ লাভ করলো, তা তার নিকট পূর্ণ একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তার ওপর যাকাত ফরয হবে না।

(সুনানু আত্ তিরমিজী [আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছুহীহ্] হাঃ নং ৬৩১)

অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের যাকাত বৎসরে মাত্র একবারই ফরয হবে। তাই যে মালেরই যাকাত একবার দেয়া হয়েছে, তার ওপর একটি পূর্ণ বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তার যাকাত পুনরায় দিতে হবে না।

মাসাইল

* যার ওপর শরী'য়তে অন্যান্য কাজ- যেমন নামায, রোযা ফরয তেমনি তার কাছে যদি দৈনন্দিন জীবন-যাপনে প্রকৃত প্রয়োজন অর্থাৎ এমন সব জিনিস যার ওপর মানুষের জীবন-যাপন ও ইয্যত-আবরু নির্ভরশীল। যেমন- খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসা-বাড়ি, যানবাহন, পড়ালেখার বই খাতা, চিকিৎসার ঔষধ-পত্র ইত্যাদির অতিরিক্ত নেছাব পরিমাণ মূল্যের নগদ অর্থ বা সম্পদ এক বছরকাল ধরে নিজের মালিকানায় থাকে, তাহলে তার ওপর যাকাতও ফরয হবে।

* যাকাত আদায় ও ছুহীহ হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো- যাকাত দেয়ার নিয়্যতেই মাল ও যাকাতের নিসাব করে যাকাত প্রদান করা। মাল থেকে কিছু সাধারণ দান খয়রাত করে পরে তা যাকাতের নিয়্যত করা হলে যাকাত আদায় হবে না।

* যাকাত দিতে হবে নেছাব পরিমাণ সোনা-রূপা কিংবা নগদ অর্থ-সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তথা শতকরা আড়াই ভাগ হিসাবে। যদি সোনা-রূপা কিংবা নগদ অর্থ-সম্পদ নেছাব পরিমাণ না হয় কিংবা নেছাব পরিমাণ হয়েছে কিন্তু তা পূর্ণ এক বছরকাল নিজ মালিকানায় অতিবাহিত হয়নি, তাহলে তার যাকাত দিতে হবে না।

* নেছাব পরিমাণ অথবা ততধিক সোনা-রূপা কিংবা অর্থ-সম্পদ আছে বটে কিন্তু অপরের কাছে তার সমপরিমাণ ঋণও আছে, তাহলে এতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যে পরিমাণ সোনা-রূপা বা অর্থ সম্পদ আছে তা থেকে ঋণের অংশ বাদ দেয়ার পরও যদি নেছাব পরিমাণ সোনা-রূপা কিংবা অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থাকে তাহলে তার যাকাত দিতে হবে।

* নেছাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদের কোনো মালিক বন্দী হলে তার অবর্তমানে যে ব্যক্তি তার কাজ কারবারে তত্ত্বাবধায়ক হবে কিংবা তার অর্থ-সম্পদের মোতাওয়াল্লী হবে সে তার যাকাত দেবে। বন্দীর কারণে তার যাকাত স্থগিত বা রহিত হবে না।

* কোনো ব্যবসায় একাধিক ব্যক্তি অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে অংশীদার। যদি প্রত্যেক অংশীদারের পৃথক পৃথক অংশ নেছাবের সমপরিমাণের চেয়ে কম হয়

তাহলে কারো ওপর যাকা ওয়াজিব হবে না। আর তাদের সম্মিলিত মোট অংশ যদি নেছাব পরিমাণ বা ততধিকও হয় তাহলে এতেও যাকাত ওয়াজিব হবে না। অবশ্য এতে যার অংশ নেছাব পরিমাণ হবে তার ওপর কিন্তু যাকাত ওয়াজিব হবে।

* কোনো ব্যক্তি তার অর্থ-সম্পদ হিসাব করে যে মাসে বা যে তারিখে যাকাত দিয়েছেন, সে মাস বা তারিখের পরবর্তী এক বছরের মধ্যে যেকোনো সময় আরও নতুন অর্থ-সম্পদ তার সাথে যোগ হয়েছে। বছর শেষে যাকাত দেয়ার সময় তার সমুদয় টাকার যাকাত হিসাব হবে। তার একথা মনে করার কোনো সুযোগ নেই যে, বছরের মধ্যে যে অর্থ- সম্পদ যোগ হয়েছে তার বর্ষ পূর্ণ হয়নি তাই তার যাকাত দিতে হবে না। বরং তাকে সমুদয় টাকার যাকাত হিসাব করে পূর্ণ যাকাত দিতে হবে। বছরের মধ্যে যোগ হওয়া টাকা ব্যবসায় মুনাফার কারণে হোক কিংবা অন্য কোনোভাবে হোক না কেন। বছরের মধ্যে রানিং পাওয়া অর্থ- সম্পদের বছর পূর্ণ না হলেও তার যাকাত দিতে হবে।

* বাংলা, ইংরেজি ও আরবি যেকোনো বর্ষের যেকোনো মাস তারিখে যাকাতের হিসাব ও যাকাত প্রদান করা যায়। এর জন্য বিশেষ কোনো মাস বা তারিখের কোনো বিশেষত্ব নেই। তবে রমযান মাস বেশি ছওয়াব লাভের মাস হিসেবে এ মাসে যাকাত হিসাব ও যাকাত দেয়া উত্তম। তাই বলে এমন করা ওয়াজিব নয় কিংবা যাকাত আদায় হওয়ার জন্য এটা কোনো শর্তও নয়।

* যাকাতের বর্ষ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। যাকাত আদায় করতে বিলম্ব করলে একদিকে গুনাহ অপর দিকে ইতোমধ্যে মৃত্যু হয়ে থাকলে নিজের ঘাড়ে তার যিম্মা থেকে যাবে এবং সম্পদ উত্তরাধিকারের হস্তগত হবে যার কোনো ফায়দা পাওয়া যাবে না।

(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্বহুস সুন্নাহ্, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)

ব্যবসায় পণ্যের যাকাত

হযরত কাইস ইবনে আবু গাজারাতা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "রাসূল ﷺ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে ব্যবসায়ীগণ! ক্রয়-বিক্রয়ে অনেক বেহুদা কথা ও কিরা-কসম করা হয়ে থাকে। সুতরাং তা তোমরা যাকাত দিয়ে পরিচ্ছন্ন করে নাও। *(ফিক্বহুয যাকাত)*

মাসাইল

* ব্যবসায় পণ্য বা মালের নেছাবও তাই যা সোনা বা রূপার নেছাব। অর্থাৎ সোনা-রূপার নেছাবের ভিত্তিতেই যাকাত দিতে হবে। আর নেছাবের পরিমাণ 'যাকাতের নেছাব ও হার' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

* ব্যবসায় পণ্য বা মালের যাকাত হিসাবের পদ্ধতি হলো ব্যবসা শুরু করার দিন থেকে এক বছর পূর্ণ হলে মওজুদ মাল (Stock in trade) এর মূল্য হিসাব করতে হবে। তারপর দেখতে হবে নগদ তহবিল (Cash in hand) কি আছে। এখন উভয়ের সমষ্টির ওপর যাকাত বের করতে হবে। যদি মওজুদ স্টক ও নগদ তহবিল নেছাব পরিমাণ হয় তাহলে তার আড়াই শতাংশ হারে যাকাত দিতে হবে। আর যদি মওজুদ স্টক এবং নগদ তহবিল নেছাব পরিমাণ না হয়, তাহলে তার যাকাত দিতে হবে না।

* যদি কোনো ব্যবসায় কয়েকজন অংশীদার হয়ে থাকে, তাহলে ব্যবসার সামগ্রিক স্টক এবং নগদ তহবিলের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। বরঞ্চ প্রত্যেক অংশীদারের অংশ এবং মুনাফার টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি এ অংশ এবং তার মুনাফা নেছাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত ওয়াজি হবে নতুবা ওয়াজিব হবে না।

* কোনো মালে যদি কয়েক ব্যক্তির অংশীদারিত্ব থাকে, তাহলে তার ওপর যাকাত তখনই ওয়াজিব হবে, যখন প্রত্যেক অংশীদারের অংশ নেছাব পরিমাণ হয়। আর যদি নেছাব না হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

* ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত দোকানঘর, গুদাম, শো-রুম, যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, স্টেশনারি দ্রব্যাদি, কম্পিউটার, টাইপ রাইটার এক কথায় যা ব্যবসার মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহৃত হয় তার ওপর যাকাত নেই। বরং যাকাত দিতে হবে ব্যবসার ঐসব জিনিসের ওপর যা বিক্রয়ের এবং মুনাফার জন্য রাখা হয়।

* ব্যবসার স্থাবর সম্পদ যেমন নির্মিত প্রতিষ্ঠান, দালান কোটা, ঘর বাড়ি ও ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপনের সম্পদ-সম্পত্তি যা সাধারণত বিক্রয় করা হয় না, নাড়ানোও হয় না এসব স্থাবর সম্পদের মূল্য ব্যবসার পণ্য বা মালের সাথে গণ্য করা হবে না। তাই এসবের যাকাতও দিতে হবে না।

* নগদ টাকা, ধার দেয়া বাবদ পাওনা অথবা ব্যবসার পণ্য বা মাল বিক্রয় বাবদ পাওনা, এরূপ নেছাব পরিমাণ পাওনা যদি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকে তাহলে সে পাওনার ওপর প্রতি বছরই যাকাত দেয়া ওয়াজিব। আর পাওনা টাকা যদি ফিরে পাওয়া অসম্ভব বা অনিশ্চিত মনে হয়, তাহলে এরকম অবস্থায় তার যাকাত দিতে হবে না।

* নেছাব পরিমাণ পাওনা টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও কোনো পর্যায়ে যদি ফিরে পাওয়া যায়, তাহলে প্রাপ্ত টাকার ওপর এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। *(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্বহুস সুন্নাহ্, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)*

অলংকারের যাকাত

হযরত আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرَأَى فِيْ يَدِيْ فَتَخَاتٍ مِّنْ وَرَقٍ فَقَالَ مَاهٰذَا يَاعَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ اَتَزَيَّنُ لَكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لاَ أَوْمَاشَاءَ اللهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ ۔

একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান। তিনি বলেন, হে আয়েশা! এ কি? আমি বললাম, আপনার উদ্দেশ্যে রূপচর্চা করার জন্য তা বানিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি এর যাকাত পরিশোধ করে থাকো? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ্ পাকের যা ইচ্ছা ছিল। তিনি বললেন: তোমাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

(সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্] হা: নং ১৫৬৫

আমর ইবনে শু'আইব (রাহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি (দাদা) বলেন, "এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। তার কন্যার হাতে ছিল সোনার নির্মিত মোটা দু'খানা বালা। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন: তুমি এর (অলংকারের) যাকাত আদায় করো? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি পছন্দ করো যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এর পরিবর্তে এক জোড়া আগুনের বালা পরিয়ে দিন? বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নবী ﷺ-এর সামনে রেখে দিযে বলল- এ দুটি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য (দান করলাম)।"

(সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্] হা: নং ১৫৬৩)

আবু দাউদের অপর বর্ণনাসূত্রে হযরত উম্মে সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি স্বর্ণালংকার ব্যবহার করতাম। একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার এ অলংকার 'কান্‌য' (অর্থাৎ গচ্ছিত ধন) হিসেবে গণ্য হবে কি? তিনি বললেন: যে মালের পরিমাণ এতটা হবে (অর্থাৎ নেছ্বাব পরিমাণ হবে) তার যাকাত দিতে হবে। আর যে মালের যাকাত দেয়া হবে, তা গচ্ছিত ধন নয়।"

(সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্] হা: নং ১৫৬৪)

কারো যাকাত অন্য কেউ দিয়ে দেয়া

"একবার নবী ﷺ-এর চাচা হযরত আব্বাস ﵁ নবীর নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী হযরত উমর ﵁-কে যাকাত দিলেন না। তাতে নবী ﷺ বললেন: তার যাকাত আদায় করা আমার দায়িত্ব বরঞ্চ তার চেয়েও বেশি। উমর! তুমি বুঝনা যে, চাচা পিতার সমতুল্য।" *(সূত্র: ছ্বহীহ্ মুসলিম, হা: নং ২২৭৭)*

মাসাইল

* সোনা বা রূপার অলংকার ব্যবহৃত হোক কিংবা অব্যবহৃত তা নেছাব অর্থাৎ সোনা সাড়ে সাত তোলা কিংবা রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলা পরিমাণ হলে তার মূল্য হিসাব করে এর থেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে।

* অলংকারে যেসব পাথর বা মণিমুক্তা থাকবে তার যাকাত দিতে হবে না। অলংকার ওজনের সময় তা বাদ দিয়ে নেট সোনা বা রূপার ওজন অনুসারে শতকরা আড়াই ভাগ হিসাব করেই যাকাত আদায় করতে হবে।

* কারো নিকট কিছু স্বর্ণালংকার আছে কিন্তু নেছাব পরিমাণ নয়, আর কিছু মাল বা নগদ টাকা আছে তাও নেছাব পরিমাণ নয়, এ অবস্থায় যদি সব মিলিয়ে নেছাব পরিমাণ মূল্য হয়, তাহলে তার শতকরা আড়াই ভাগ হারে যাকাত দিতে হবে। আর যদি নেছাব পরিমাণ মূল্য না হয়, তাহলে তার যাকাত দিতে হবে না।

* যদি কোনো ব্যক্তি নিজের কোনো আত্মীয়, বন্ধু অথবা যেকোনো লোকের পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দেয়, তাহলে তাও আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর অলংকারের যাকাত স্বামী তার নিজ থেকে দিয়ে দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। *(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্বহুস সুন্নাহ, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)*

আধুনিক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বা মওজুদ অর্থের যাকাত

বর্তমান বিশ্বে আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থ বিনিয়োগ ও মওজুদের নিত্য নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন হচ্ছে। তাই এসব পদ্ধতিতে যেসব অর্থ বিনিয়োগ বা মওজুদ করা হয়, তাতেও যাকাত দিতে হবে কিনা তার একটি প্রশ্ন জাগে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ শুধু নিজের ইচ্ছায় অর্থবান কিংবা সম্পদশালী হতে পারে না। বরং আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষের মধ্যে যাকে চায় তাকে অর্থশালী করে থাকে। সুতরাং অর্থ মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলারই একটি দানমাত্র। তাই বলা হয়েছে:

وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِىْ اٰتَاكُمْ.

আর তোমরা তাদেরকে দাও আল্লাহ্র সে 'মাল' থেকে যা তিনি তোমাদের দান করেছেন। *(সূরা নং ২৪, আন্ নূর আ: নং ৩৩)*

আবার এসব ধন-সম্পদ বা অর্থের ক্ষেত্রে মানুষের স্থান ও মর্যাদা হলো উকিল বা প্রতিনিধিত্বের ন্যায় মাত্র। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ.

আর খরচ করো তোমরা সে সব থেকে যাতে আল্লাহ্ তোমাদের খলীফা (অর্থাৎ প্রতিনিধি) বানিয়েছেন। *(সূরা নং ৫৭, আল হাদীদ আ: নং ৭)*

অতএব, অর্থ মওজুদের পদ্ধতি আধুনিক কিংবা সনাতনী যা-ই হোক না কেন কারো জীবন-যাপনে সাধারণ প্রয়োজন সারার পর কোনো মওজুদ অর্থে যদি যাকাত ফরয হওয়ার শর্তগুলো পূর্ণ হয়, তাহলে সে অর্থের ওপরও যাকাত ফরয হবে। নিম্নে যাকাতযোগ্য কয়েকটি আধুনিক বিনিয়োগ ও মওজুদের বিবরণ দেয়া হলো। বন্ড 'বন্ড'-এর অর্থ হলো বিভিন্ন ব্যাংক, কোম্পানী বা সরকার প্রদত্ত লিখিত প্রতিশ্রুতি বিশেষ, যার মালিক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ পাওয়ার অধিকারী হয়। তাই এ বন্ড গ্রহণকারী বন্ড তার বার্ষিক যাকাত হিসাবে নগদ মওজুদ বলে গণ্য হবে।

শেয়ার সার্টিফিকেট

'শেয়ার' হচ্ছে বড় বড় কোম্পানীর বিরাট মূলধনের অংশের ওপর মালিকানার অধিকার। প্রতিটি শেয়ার মূলধনের অংশ হিসেবে সমমান হয়ে থাকেন। এই শেয়ার সার্টিফিকেট হলো মূলত ব্যবসায়ের পণ্য বিশেষ। কারণ তা ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং তার মূল্য বাজারে ওঠা-নামা করে। সুতরাং তা ব্যবসার পণ্যের মতই বিবেচিত। তা গ্রহণকারী তার বার্ষিক যাকাত হিসাবের মধ্যে শেয়ারের চলতি বাজারমূল্য তার পুঁজির অন্তর্ভুক্ত হবে।

ফিক্সড ডেপোজিট বা মেয়াদী জমা কিংবা ডেপোজিট স্কীম

বিভিন্ন ব্যাংক বা মুনাফা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে যেসব নগদ অর্থ মেয়াদী জমা রাখা হয় তার যাকাত হিসাবের জন্য তার নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং যে পর্যন্ত নগদ জমা দেয়া হয়েছে তা-ই যাকাত হিসাবের অন্তর্ভূক্ত হবে।

সিকিউরিটি বা জামানত এবং এ্যাডভান্স

কোনো দোকান, প্রতিষ্ঠান বা স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণকালে যেসব নগদ অর্থ সিকিউরিটি কিংবা এ্যাডভান্সড বাবদ প্রদান করা হয় তা ঐ দোকান, প্রতিষ্ঠান বা স্থাবর সম্পত্তি ফেরত দেয়ার সাথে সাথে পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকলে তা প্রদানকারীর নগদ বা মওজুদ অর্থ বলে গণ্য হবে। সুতরাং তারও হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

মাসাইল

* বন্ডের যাকাত প্রদানের সময় বন্ড যে অর্তের বিনিময়ে গ্রহণ করা হয়েছে ঐ অর্থই যাকাত হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হবে এবং প্রতি বছরই তার যাকাত দিতে হবে। তবে বন্ডের Against-এ যে ঘোষিত মুনাফা তা অর্জন না হওয়া

পর্যন্ত ঐ ঘোষিত মুনাফার যাকাত দিতে হবে না। অবশ্য ঐ মুনাফা অর্জন হলে তার যাকাত হিসাব হবে ও যাকাত দিতে হবে।

* শেয়ার সার্টিফিকেট যতদিন নিজের মালিকানায় থাকবে, বাজারমূল্য অনুযায়ী প্রতিবছরই তার যাকাত দিতে হবে।

* ফিক্সড ডেপোজিট বা মেয়াদী জমা কিংবা ডেপোজিট স্কীমের টাকা যা জমা হবে প্রতিবছরই তার যাকাত দিতে হবে। তবে এর Against-এ যে ঘোষিত মুনাফা তা অর্জন না করা পর্যন্ত ঐ মুনাফার যাকাত দিতে হবে না। অবশ্য ঐ মুনাফা অর্জন করলে তার যাকাতও দিতে হবে।

* প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নিজের হাতে না আসা পর্যন্ত তার যাকাত দিতে হবে না। তবে নিজের হাতে আসলে এবং বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর তার যাকাত দিতে হবে।

* কারো কাছে বিভিন্ন প্রকারের কিছু অর্থ বা সম্পদ আছে কিন্তু কোনোটাই এককভাবে নেছাব পরিমাণ নয়, যেমন কিছু নগদ টাকা দু/ একটি বন্ড কিংবা শেয়ার সার্টিফিকেট, কিছু অলংকার, কিছু পণ্যদ্রব্য ইত্যাদি। যদি এসব মিলিয়ে নেছাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ হয়, তাহলে এসব মালের যাকাত দিতে হবে। আর যদি সব মিলিয়েও নেছাব পরিমাণ না হয় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে না। *(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্বহুস সুন্নাহ্, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)*

পশু সম্পদের যাকাত

পশু জগত বিশাল ও বহু প্রকার। তার বিভক্তি সহস্রাধিক হবে। কিন্তু মানুষ তার মধ্য থেকে খুব কম সংখ্যক পশুই ব্যবহার করে থাকে। পশুর মধ্যে সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত হয় সে শ্রেণি, যাকে কুরআন মজীদে الْأَنْعَام অর্থাৎ চতুস্পদ গৃহপালিত জন্তু বলা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে অন্তর্ভূক্ত হলো- উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা। এর যেকোনো সংখ্যক মালিকানার পশুর ওপর শরী'য়ত যাকাত ধার্য করেনি। আবার সর্বপ্রকারের পশুর ওপরও যাকাত ফরয করা হয়নি। শুধুমাত্র চতুস্পদ জন্তু থেকে যেসব জন্তুর মধ্যে বিশেষ কতগুলো শর্ত পাওয়া যাবে, কেবলমাত্র সেগুলোতে যাকাত ফরয করা হয়েছে। এ শর্তগুলো হলো:

(১) তার সংখ্যা বা নেছাব অর্থাৎ শরী'য়ত নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক পর্যন্ত হতে হবে। (২) মালিকানার এক বছর অর্থাৎ এর মালিকের মালিকানায় একটি বছর অতিবাহিত হতে হবে। এক বছরের কম মালিকানা হলে তার যাকাত দিতে হবে না। (৩) সায়েমা অর্থাৎ বিচরণশীল হতে হবে। নিজের ব্যবহারের বা কর্মে নিয়োজিতদের ওপর যাকাত দিতে হবে না।

ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার যাকাতের হুকুম

হযরত সালেম (রাহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাতের বিধান লিপিবদ্ধ করিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর কর্মচারীদের সম্মুখে তা পেশ করতে পারেন নি। তাঁর পরে আবু বকর ﷺ তা বের করে তদনুযায়ী যাকাত আদায় করার কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর উমর ﷺ তা বের করে তদানুযায়ী কাজ করতেন। তিনি যখন আততায়ীর হাতে শহীদ হন তখন তা তাঁর অছীয়তনামার সাথে নথিবদ্ধ করা অবস্থায় পাওয়া যায়। তাতে উটের যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার পর ছাগলের যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে: চল্লিশটি ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল যাকাত বাবদ গ্রহণ করা হবে। একশ বিশটি পর্যন্ত ছাগলের এ যাকাত। এর বেশি হলে দুইটি ছাগল যাকাত বাবদ দিতে হবে, এটা দু'শত পর্যন্ত চলবে। এর বেশি হলে তিনটি দিতে হবে। এটা তিনশতটি পর্যন্ত চলবে। এটার বেশি হলে চারশত না পৌঁছা পর্যন্ত কোনো যাকাত নাই। আর এটারও বেশি হলে প্রতি একশত ছাগলে একটি করে ছাগল দিতে হবে। এভাবে একত্রিত ছাগলগুলোকে যাকাত ফরয হওয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যাবে না। দুই শরীকের মালিকানার ছাগলের ওপর সমানভাবে প্রত্যাবর্তিত হবে। যাকাত বাবদ অধিক বয়সের ছাগল দেয়া যাবে না এবং কোনো দোষযুক্ত ছাগলও নয়।" *(সূত্র: সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছুহীহ্] হা: নং ১৫৬৮)*

উল্লেখ্য ভেড়া ও দুম্বা ছাগল শ্রেণিভুক্ত। তাই এ দুইটির যাকাতও ছাগলের যাকাতের অনুরূপ।

গরু-মহিষের যাকাতের হুকুম

হযরত আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন:

فِيْ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ وَفِيْ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ .

প্রতি ত্রিশটি গরুতে পূর্ণ একবছর বয়সের একটি নর কিংবা মাদী বাছুর এবং প্রতি চল্লিশটিতে পূর্ণ দুই বছর বয়সের মাদী বাছুর (যাকাত বাবদ আদায় করতে হবে)।

(সুনানু ইবনে মাজাহ্ [আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছুহীহ্] হা: নং ১৮০৪))

উল্লেখ্য মহিষ গরু শ্রেণিভুক্ত। সুতরাং মহিষের যাকাতও গরুর যাকাতের অনুরূপ।

উটের যাকাতের হুকুম

হযরত সালেম (রাহঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন: "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাত সম্পর্কে একটি ফরমান (অধ্যাদেশ) লিখালেন। তাঁর কর্মচারীদের কাছে এটা পাঠানোর পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি এটা তার নিজের তরবারির সাথে রেখেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রাঃ) তা কার্যকর করেন। তিনিও ইন্তেকাল করেন। তাঁর পরে উমর ﷺ-ও তদনুযায়ী কাজ করেন। অতঃপর তিনিও ইন্তেকাল করেন। ঐ অধ্যাদেশটিতে লেখা ছিলো: পাঁচটি উটে একটি

ছাগল, দশটি উটে দুটি ছাগল, পনরটি উটে তিনটি ছাগল এবং বিশটি উটে চারটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত পূর্ণ একবছর বয়সের একটি মাদী উট, এর অধিক হলে ৩৬ থেকে ৪৫টি উটে পূর্ণ দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট, আবার এর অধিক হলে ৬১ থেকে ৭৫টি পর্যন্ত উটে চারবছর বয়সের একটি মাদী উট; আরো অধিক হলে ৭৬ থেকে ৯০টি পর্যন্ত উটে পূর্ণ দুইবছর বয়সের দুটি উট, আরো অধিক হলে ৯১ থেকে ১২০টি পর্যন্ত উটে পূর্ণ তিনবছর বয়সের দুটি উট, এবং সংখ্যা যখন একশত বিশের অধিক হবে তখন প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি পূর্ণ তিন বছর বয়সের মাদী উট এবং প্রতি চল্লিশটি উটে একটি পূর্ণ দুইবছর বয়সের মাদী উট যাকাত দিতে হবে।"

(সুনানু ইবনে মাজাহ্ [আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হাঃ নং ১৭৯৮)

মাসাইল

যেসব পশুর ওপর যাকাত ফরয

* সাধারণত মাঠে-ময়দানে চরে খাওয়া যেসব গৃহপালিত পশু বংশবৃদ্ধি ও দুধের জন্য প্রতিপালিত হয় তাকেই শর'য়ী পরিভাষায় বলা হয় 'সায়েমা'। সায়েমার নেছাব পূর্ণ ও মালিকানায় বর্ষ পূর্ণ হলে তার ওপর যাকাত ফরয।
* যেসব পশু গোশত খাওয়ার জন্যে পালন করা হয় এবং বন্য পশু যেমন-হরিণ, নীল গাই, চিতা প্রভৃতির ওপর যাকাত ফরয নয়। তবে এ বন্যপশু যদি ব্যবসার জন্য পালন হয় তাহলে তার ওপর তেমনিভাবে যাকাত ওয়াজিব হবে যেমনিভাবে ব্যবসার মালের ওপর ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ ব্যবসার মূলধন যদি বছরের সূচনায় ও শেষে ন্যূনতম সাড়ে সাত তোলা কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্যের হয় তার যাকাত দিতে হবে, আর তার চেয়ে কম হলে যাকাত দিতে হবে না।

ছাগল-ভেড়া ও দুম্বার যাকাতের নেছাব ও তার হার

* ৪০টি ছাগল থাকলে তাতে একটি ছাগল দিতে হবে। ৪১ থেকে ১২০টি পর্যন্ত এ অতিরিক্তের মধ্যে আর যাকাত নেই। ১২১ হলে এতে দুটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ১২২ থেকে ২০০টি পর্যন্ত এ অতিরিক্তের মধ্যে কোনো যাকাত নেই। ২০১টি হলে এতে তিনটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ২০২ থেকে ৩৯৯টি পর্যন্ত এ অতিরিক্তে কোনো যাকাত নেই। ৪০০টি হলে চারটি ছাগল যাকাত দিতে হবে।
* ৪০০ এর পরে ১০০টি পুরো হলে একটা ছাগল যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ তখন ৫টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। এভাবে শতকরা একটি করে যাকাত দিতে হবে।

* ছাগলের যাকাতে এক বছর কিংবা তার বেশি বয়সের বাচ্চাই যাকাত হিসেবে দিতে হবে।
* যাকাতের ব্যাপারে ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার নেছাব ও আদায়ের হার একই। যদি কারো কাছে ৪০টি ছাগল এবং ৪০টি দুম্বাও আছে তাহলে উভয়ের পৃথক পৃথক একটি করে দুটি যাকাত দিতে হবে।
* যদি ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার মধ্যে যেকোনো দুটি মিলে কিংবা তিনোটি মিলে সংখ্যা ৪০টি হয় অর্থাৎ নেছাব হয়, তাহলে এর মধ্যে যার সংখ্যা বেশি হবে যাকাত সে পশুটি থেকেই দিতে হবে। আর দুয়ের মধ্যে সমান হয়ে নেছাব হলে তাহলে দুয়ের মধ্যে যে কোনো একটি থেকে যাকাত হিসেবে দেয়া যাবে।

গরু-মহিষের যাকাতের নেছাব ও তার হার

* ৩০টি গরু/মহিষ থাকলে এতে পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি বাছুর যাকাত দিতে হবে। ৩১ থেকে ৩৯টি পর্যন্ত এ অতিরিক্ত সংখ্যার কোনো যাকাত দিতে হবে না।
* ৪০টি গরু/মহিষ থাকলে এতে পূর্ণ দুই বছর বয়সের একটি বাছুর যাকাত দিতে হবে। ৪১ থেকে ৫৯টি পর্যন্ত এ অতিরিক্ত সংখ্যার জন্য কোনো যাকাত দিতে হবে না।
* ৬০টি গরু/মহিষে এক বছর বয়সের ২টি বাছুর যাকাত দিতে হবে। ৬০ এর পরে প্রত্যেক ৩০টি গরু কিংবা মহিষের জন্য এক বছরের একটি বাছুর প্রত্যেক ৪০টি গরু কিংবা মহিষের জন্য দু'বছরের একটি বাছুর যাকাত দিতে হবে।
* যদি কারো কাছে ৭০টি গরু/মহিষ থাকে, তাহলে এ ৭০টিতে দুটি নেছাব আছে। অর্থাৎ একটা ৩০ এর এবং অন্যটা ৪০ এর। সুতরাং এতে একটি এক বছরের আর একটি দু'বছরের বাছুর যাকাত দিতে হবে। আর যদি ৮০টি গরু/মহিষ থাকে তাহলে ৪০, ৪০ এর দু'নেছাব হবে। অতএব, তাতে দু'বছরের দুটি বাছুর যাকাত দিতে হবে। গরু/মহিষের সংখ্যা যদি ৯০টি হয়, তাহলে ৩০, ৩০ এর তিন নেছাব হবে। সুতরাং প্রত্যেক ৩০টির ওপর এক বছরের এক বাছুর হারে যাকাত নেছাব হবে। এতে ৯০টির যাকাত হবে ৩টি বাছুর।
* যাকাত দেয়ার জন্য গরু/মহিষের বাছুর না থাকলে, বাছুর কিনেই যাকাত দেয়া যাবে বা তার বিনিময়ে নগদ টাকাও দেয়া যাবে।
* যাকাতের ব্যাপারে গরু/মহিষের হুকুম একই। সুতরাং কারো কাছে উভয় ধরনের পশু মিলিয়ে থাকলে এবং উভয় মিলিয়ে নেছাব পূর্ণ হলে তাতে

যাকাত ফরয হবে। নেছাব উভয়ের মধ্যে যার সংখ্যা বেশি হবে তার মধ্য থেকে বাছুর যাকাত দিতে হবে। গরু/মহিষ উভয়ের সংখ্যা সমান হলে যেকোনো বাছুর দেয়া যাবে।

উটের যাকাতের নেছাব ও তার হার

* ৫ থেকে ৯টি পর্যন্ত উট এর যাকাত দিতে হবে ১টি ছাগল।
  ১০ থেকে ১৪টি পর্যন্ত উট এর যাকাত দিতে হবে ২টি ছাগল।
  ১৫ থেকে ১৯টি পর্যন্ত উট এর যাকাত দিতে হবে ৩টি ছাগল।
  ২০ থেকে ২৪টি পর্যন্ত উট এর যাকাত দিতে হবে ৪টি ছাগল।
* ২৫ থেকে ৩৫টি পর্যন্ত উট এর যাকাত দিতে হবে এমন একটি মাদী উট যার বয়স তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে।
* ৪৬ থেকে ৬০টি পর্যন্ত উটের যাকাত দিতে হবে এমন একটি মাদী উট যার বয়স চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে।
* ৬১ থেকে ৭৫টি পর্যন্ত উটের যাকাত দিতে হবে এমন একটি মাদী উট যার বয়স পঞ্চম বছর শুরু হয়েছে।
* ৭৬ থেকে ৯০টি পর্যন্ত উটের যাকাত দিতে হবে এমন দুটি মাদী উট যাদের বয়স তৃতীয় বছর শুরু হয়েছে।
* ৯১ থেকে ১২০টি পর্যন্ত উটের যাকাত দিতে হবে এমন দুটি মাদী উট যাদের বয়স ৪র্থ বছর শুরু হয়েছে।
* ১২০ এর পর থেকে সে হিসাবই শুরু হবে অর্থাৎ ৫টির ওপর এক ছাগল, ১০টির ওপর দুই ছাগল এ হারে।
* সোনা-রূপার ওপর ফরয যাকাত যেমন– সোনা-রূপা দেয়াই শর্ত নয় বরং তার বিনিময়ে নগদ টাকা দেয়া যায়, তেমনি পশুর যাকাতও পশু দেয়া শর্ত নয় বরং তার বিনিময়ে নগদ অর্থও দেয়া যাবে।

(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্বহুস সুন্নাহ্, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)

নাবালক (ইয়াতীম) ও পাগলের সম্পদের যাকাত

সাধারণত ইয়াতীম বা পাগলের ধন-মালের যে অভিভাবক হবে সে যেমন তাদের ধন-মালের হেফাজত বা রক্ষাণাবেক্ষণ করবে, তেমনি তার যাকাতও আদায় করবে। তাদের ধন-মালের যাকাতের কথা সরাসরি কুরআন বা হাদীছে উল্লেখ করা না হলেও পরোক্ষ কিংবা ইশারা ইঙ্গিতে তার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে ধনীদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণের ব্যাপারে সম্পদশালী বা ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ছোট-বড়, ইয়াতীম, সুস্থ, বিবেকবান ও পাগলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا ـ

তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো তা দিয়ে তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করো। *(সূরা নং ৯ আত্ তাওবা আ: নং ১০৩)*

সুতরাং সম্পদের ক্ষেত্রে সকলেরই প্রয়োজন যে, তার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি লাভ করা। তা পাগলের হোক বা ইয়াতীমের হোক। কেননা, এরা সবাই ঈমানদার।

উল্লিখিত তত্ত্ব থেকে শর'য়ী বিশেষজ্ঞগণ নিম্নলিখিত কথাগুলো ব্যক্ত করেছেন:

এক- মূলত ইয়াতীম নাবালক বা পাগলের ওপরই যাকাত ফরয নয়। বরং তা ফরয হবে তাদের ধন-মালের ওপর। সুতরাং তাদের অভিভাবকই যাকাত আদায় করবে। যেমন– ইয়াতীম নাবালক বা পাগল যদি কারো কোনো জিনিস নষ্ট করে ফেলে তাহলে তাদের অভিভাবক তাদের ধন-সম্পদ থেকেই তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। অনুরূপভাবে যাকাত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ধনীদের ধন-মালের গরীব-মিসকীনদের হক। অতএব, এ হকও তাদের অভিভাবক আদায় করবে।

দুই- ইয়াতীমদের ধন-মালের প্রবৃদ্ধি সাধনে মনযোগী হওয়ার জন্য শরী'য়ত তাদের অভিভাবকদের প্রতি উৎসাহিত করেছে। সুতরাং যেখানে প্রবৃদ্ধি সাধনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অভিভাবককে সেখানে যাকাত দেয়ার দায়িত্বও অভিভাবকের।

তিন- যাকাত ইবাদতের দিক থেকে আর্থিক- দৈহিক নয়। এর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত হওয়া যায়। তাই এ ব্যাপারে নাবালক শিশু কিংবা পাগলের অভিভাবক তাদের যাকাতের প্রতিনিধি হবে। পক্ষান্তরে নামায-রোযা ইত্যাদি দৈহিক ইবাদত। সুতরাং তাতে অন্য কাউকে প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত করা যায় না। *(সূত্র: ফিক্বহুয যাকাত)*

মাসাইল

* ইয়াতীম, নাবালক ও পাগলের ধন-মালে যদি যাকাতের শর্ত পূর্ণ হয় তাহলে অবশ্যই তার যাকাত দিতে হবে তার অভিভাবককে। আর যদি যাকাতের শর্ত পূর্ণ না হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে না।

* প্রবৃদ্ধি বিহীন শুধুমাত্র যে নগদ অর্থ তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে রাখা হয়েছে তার যাকাত দিতে হবে না। কারণ তা তো তখন মৌলিক প্রয়োজনের পরিমাণের অতিরিক্ত হবে না। আর যেখানে অতিরিক্ত হবে না সেখানে যাকাতের শর্ত পূর্ণ নয় বিধায় তার কোনো যাকাত দিতে হয় না।

* তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল-সম্পদ কোনো প্রবৃদ্ধির খাতে ব্যবহার না করে শুধু শুধু ফেলে রাখা অভিভাবকের জন্য বৈধ নয়। কারণ এতে প্রতি বছরের যাকাতে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য ধনী ও গরীবদের মধ্যে কোনো একপক্ষ লাভবান হবে আর একপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন কোনো বিধান ইসলামে রাখা হয়নি।

(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্বহুস সুন্নাহ্, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)

www.waytojannah.com

যেসব মালে যাকাত দিতে হয় না

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ.

লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তার কি (কত) খরচ করবে? তুমি বলো যা অতিরিক্ত। *(সূরা নং ২ আল বাকারা আ: নং ২১৯)*

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'অতিরিক্ত' বলতে বুঝায় পরিবারের খরচ বহনের সব দায়িত্ব পালনের পর যা অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট হবে তা। মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা দান বা যাকাতের ক্ষেত্র হিসেবে সাধারণ নীতি নির্ধারণ করেছেন মৌল প্রয়োজন পূরণের পর যা অতিরিক্ত থাকে তা। কেননা, ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন অপর লোকদের প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রাধিকারের দাবিদার। আর নিজের পরিবারবর্গের প্রয়োজন নিজেরই প্রয়োজনে গণ্য। কাজেই এজন্যে যা দরকার তা দান করার জন্য শরী'য়ত কোনো দাবি করতে পারে না। কারণ যার সাথে ব্যক্তির মনের সম্পর্ক রয়েছে, সে ব্যয়ে ব্যক্তির মনের সন্তুষ্টি ও প্রশান্তি নিহিত। উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'এটা এজন্যে যে, তুমি যেন তোমার ধন-সম্পদ ব্যয় করে পরের কাছে ভিক্ষা চাইতে বাধ্য না হও।'

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

لاَصَدَقَةَ اِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

ধনাঢ্যতা প্রকাশ ছাড়া যাকাত দিতে হয় না। *(ছহীহ্ আল বুখারী, হা: নং ১৪২৬-২৭)*

তাই আধুনিককালে কর ধার্যকরণ বিধানে একটা সীমাবদ্ধ পরিমাণ সম্পত্তির মালিককে কর দেয়ার দায়িত্ব থেকে এ জন্যেই নিস্কৃতি দেয়া হয়ে থাকে। এটাও তাদের প্রতি সরকারের দয়া প্রদর্শন। তাদের অবস্থার দাবি অনুযায়ী তা কম করা হয়। কেননা, তারা তা দেয়ার সামর্থ্য রাখে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই ইসলাম সঠিক পথনির্দেশনা পেশ করেছে যে, কি পরিমাণ সম্পদশালীকে যাকাত দিতে হবে এবং কোন্ কোন্ জিনিসের যাকাত দিতে হবে না। হযরত আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

لَيْسَ فِى الْخَضْرَاتِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِى الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَلاَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِىْ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِى الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ الصَّقْرُ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيْدُ.

শাক-সব্জিতে যাকাত নেই, আরিয়ায় যাকাত নেই, পাঁচ ওসাক অর্থাৎ ৩০ মনের কম (শস্যে) যাকাত নেই, কাজের উট ও গরুতে যাকাত নেই এবং ঘোড়া, খচ্চর ও কৃতদাসেরও যাকাত নেই। *(মিশকাতুল মাছাবীহ্ [আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হা: নং ১৮১৩)*

মাসাইল

* বসবাসের বাসাবাড়ির ওপর যাকাত নেই। তা যত মূল্যবান হোক না কেন। যাতায়াতের জন্য মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল, কার, টেক্সি, ভেনগাড়ি, বাস-মাইক্রোবাসের ওপর যাকাত নেই।

* কল-কারখানা, মেশিন ও যন্ত্রপাতির ওপর যাকাত নেই। কারখানার ঘর, বিল্ডিং, ব্যবসায় ব্যবহৃত দোকান ঘর, অফিস ঘর, গুদাম ও ফার্নিচারের যাকাত নেই।

* মূল্যবান যেকোনো দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র, সখের যেকোনো প্রকারের মণিমুক্তার যাকাত নেই। তবে এসব ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হলে তার যাকাত দিতে হবে ব্যবসার পণ্য হিসেবে।

* গৃহপালিত পশু যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাখা হয়, যেমন– দুধ পানের জন্য গাভি, বোঝা বহনের জন্য গরু-মহিষ, যানবাহনের জন্যে ঘোড়া, হাতি, গাধা, খচ্চর, উট এতে যাকাত নেই। কারণ এ পশু আয় বা উৎপাদনের উপাদান বিশেষ। অবশ্য ডেইরি ফার্মের ইনকামের যাকাত হিসাব হবে।

* কেউ যদি কোনো চৌবাচ্চায় বা পুকুরে সৌখিন মাছ পোষে, তাহলে তার ওপর যাকাত নেই। তা যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তার ইনভেস্ট বা মূলধনের ওপর প্রতিবছর যাকাত হিসাব হবে। আর যে যাকাতের বর্ষের মধ্যে মাছ বিক্রয় হবে সে বিক্রয় হবে সে বিক্রয়লব্ধ টাকা ও পুরো মূলধনের যাকাত হিসাব হবে ঐ যাকাতের বর্ষে।

* ডিম বিক্রির জন্য হাঁস-মুরগির ফার্ম করা হলে ঐ হাঁস-মুরগির ওপর যাকাত নেই। তবে এ ফার্মের ইনকামলব্ধ অর্থের যাকাত হিসাব হবে ব্যবসার আয় হিসাবে। আর সখ করে কোনো হাঁস-মুরগি বা কোনো পাখি পোষলে তার ওপর যাকাত নেই।

* যেসব জিনিস বা সম্পদ ভাড়ায় খাটানো হয়, যেমন- সাইকেল, রিক্সা, ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক, ফার্নিচার, ডেকোরেশনের মালামাল প্রভৃতির ওপর যাকাত নেই। ঐসব জিনিসের মূল্যের ওপরও যাকাত নেই। তবে এসবের ইনকামের ওপর যাকাত হিসাব হবে এবং যাকাত দিতে হবে।

* দোকান, বাসা-বাড়ি, অফিসঘর, গুদামঘর যা ভাড়ায় লাগানো হয় তার ওপর যাকাত নেই, তার মূল্য যতই হোক না কেন। অবশ্য এসবের ইন্‌কামের যাকাত হিসাব হবে এবং যাকাত দিতে হবে।

* পরনের পোশাক, ঘরের আসবাবপত্র, পড়ালেখার উপাদানের ওপর যাকাত নেই, মূল্য তার যতই হোক না কেন।

* যেসব সম্পদ বা পশু দীনের জন্য ওয়াক্‌ফ করে রাখা হয় তার ওপর কোনো যাকাত নেই। যেমন- জিহাদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র, ঘোড়া, গাড়ি ইত্যাদি।

* কৃষি ও সেচ কাজের জন্যে যেসব পশু, যেমন- গরু, মহিষ, উট প্রতিপালন করা হয় তার ওপর যাকাত নেই। অনুরূপভাবে এসব কাজের জন্য যে মেশিনারী যেমন- ট্রাক্টর, পাওয়ার পাম্প ইত্যাদির ওপরও যাকাত নেই।

* সাধারণত ইনকামের যেসব সোর্স তার ওপর যাকাত নেই। যাকাত দিতে হবে ইন্‌কামের পরিমাণ যাকাতযোগ্য হলে তার ওপর।

(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্বহুস সুন্নাহ্, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)

বর্ষপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত প্রদান

হযরত আলী ﷺ থেকে বর্ণিত ;

اَنَّ الْعَبَّاسَ سَاَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِه قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ ـ

হযরত আব্বাস ﷺ বর্ষচক্র পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাঁর যাকাত আদায় করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাকে এর অনুমতি দেন।

(সুনানু আত্ তিরমিজী [আলবানীর তাহ্‌ক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্] হা: নং ৬৭৮)

হযরত আলী ﷺ থেকে বর্ণিত:

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ اَنَّا قَدْ اَخَذْنَا زَكٰوةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الاَوَّلِ لِلْعَامِ ـ

নবী ﷺ উমর ﷺ কে বলেন: আমরা আব্বাসের এ বছরের যাকাত বছরের প্রথমেই নিয়ে নিয়েছি। *(সুনানু আত্ তিরমিজী [আলবানীর তাহ্‌ক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্] হা: নং ৬৭৯)*

মাসাইল

* বর্ষপূর্ণ হওয়ার পূর্বে অগ্রিম যাকাত দিয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে। ইত্যবসরে মাল নেছাব তেকে ঘাটতি হলে তার ছওয়ার পাওয়া যাবে।

* বর্ষপূর্ণ হওয়ার পূর্বে কারো প্রয়োজনে আংশিক যাকাতের টাকা প্রদান করা হলে পরে বর্ষপূর্ণ হলে হিসাবের সাথে তা সমন্বয় করা যাবে।

যাকাতের কতিপয় বিবিধ বিষয়

* স্ত্রীর কাবিন মোহরানার মধ্যে যা পরিশোধ করা হয়েছে তা ব্যতীত আর যা বাকি থাকে তাও স্বামীর জন্য একটি দেনা। তবে এ দেনা সাময়িক নয় বরং দীর্ঘ মেয়াদী। সুতরাং এ দীর্ঘ মেয়াদী দেনার পূর্ণ অংক বার্ষিক যাকাত হিসেবে বাদ দেয়া যাবে না। তবে ঐ দেনা থেকে যাকাতের বর্ষের মধ্যে কোনো কিস্তি পরিশোধ করার পরিকল্পনা থাকলে এবং ঐ কিস্তি যাকাতের বর্ষের মধ্যে পরিশোধ করা না হলে তা যাকাতের হিসাব থেকে পরে হলেও দেনা হিসেবে বাদ দেয়া যাবে- যদি পরিশোধ করার নিয়্যত থাকে।

* দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাংকঋণ যা বাসা-বাড়ি নির্মাণ, কল-কারখানা ও শিল্পে বিনিয়োগ বা দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবসার জন্য নেয়া হয় এবং যাকাত দাতা তার যাকাতের বর্ষের মধ্যে পরিশোধ করতে বাধ্য নয় এমন দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের পুরো অংক দেনা হিসেবে যাকাতের হিসেবে থেকে বাদ দেয়া যাবে না। কারণ এ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের পুরো অংক যদি দায়-দেনা হিসেবে যাকাত হিসাব থেকে বাদ দেয়া হয়, তাহলে আধুনিক বিশ্বে কোনো ধনীর ওপরই যাকাত ফরয হবে না। কেননা, আধুনিক বিশ্বে এমন ধনীলোক তেমন পাওয়া যাবে না, যার লক্ষ-কোটি টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের কিস্তি নেই। সুতরাং যাকাতের বর্ষের মধ্যে যে ঋণ বা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য তা পরিশোধ করা বাকি থাকলে ঐ ঋণ বা ঋণের কিস্তিই যাকাত হিসাব থেকে দেনা হিসেবে বাদ দেয়া যাবে, যা পরে পরিশোধ করতে হবে।

* **মৃতব্যক্তির বকেয়া যাকাতঃ** কোনো ধনী ব্যক্তি যাকাত আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার যাকাত আদায় করে দিতে হবে। এর জন্য সে অছীয়ত করে যাক বা না যাক। তবে সে যাকাত আদায় করতে গিয়ে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি দেয়া যাবে না।

(মাসাইল সূত্রসমূহঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ্, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)

একজন পেশাদার ব্যক্তির দায়-জমার হিসাব ও যাকাতের নমুনা

দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রয়োজন পূরণের পর বছরান্তে

জমা:

*	হাতে নগদ-	১,০০,০০০/-
*	ব্যাংকে জমা-	২,০০,০০০/-
*	বন্ড ক্রয় বাবদ আছে-	৫০,০০০/-
*	স্বর্ণ আছে (স্ত্রীর ব্যবহার ব্যতীত মূল্য)-	৯০,০০০/-
*	পুকুরে ব্যবসার উদ্দেশ্যে মাছ ছাড়া হয়েছে (যা প্রাপ্তি নিশ্চিত)	২০,০০০/-
*	ধার তথা ঋণ প্রদান বাবদ (নিশ্চিত) পাওনা আছে-	২,৫০০/-
*	অফিসঘর বাবদ সিকিউরিটি জমা আছে-	২,০০,০০০/-
*	লাভজনক সমিতিতে মাসিক কিস্তি জমা-	১,০০,০০০/-
		সর্বমোট- ৭,৬২,৫০০/-

দেনা:

*	গ্রোসারী দোকানে বাকি-	১,৫০০/-
*	গৃহশিক্ষকের বেতন বাকি-	৫,০০০/-
*	হাওলাত তথা ঋণ পরিশোধযোগ্য টাকা বাকি-	১৫,০০০/-
*	ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন বাকি-	৮,০০/-
*	কারো আমানতি জমা আছে-	২৫,০০০/-
*	বাসা ভাড়া বাকি-	১০,০০০/-
*	ইলেকট্রিক বিল বাকি-	১,০০০/-
*	টেলিফোন বিল বাকি-	১,০০০/-
*	গ্যাস বিল বাকি-	৯,০০/-
*	ওয়াসার বিল বাকি-	১১০০/-
*	স্ত্রীর কাবিন মোহরানার কিস্তি পরিশোধ বাকি-	৫,০০০/-
		সর্বমোট- ৬৬,৩০০/-

মোট জমা ৭,৬২,৫০০/- মোট দেনা বাদ ৬৬,৩০০/- অবশিষ্ট ৬,৯৬,২০০/- সুতরাং নেট জমা - ৬,৯৬,২০০/- টাকা। এর শতকরা আড়াই টাকা বা চল্লিশ শতাংশ যাকাত প্রদানযোগ্য। সুতরাং এ টাকার প্রদানযোগ্য যাকাত ১৭,৪০৫/- টাকা।

একজন ব্যবসায়ীর দায়-জমার হিসাব ও যাকাতের নমুনা

দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রয়োজন পূরণের পর বছরান্তে

জমা:

*	নগদ জমা-	১,২৫,০০০/-
*	ব্যাংকে জমা-	১০,০০,০০০/-
*	পণ্য আছে ক্রয় মূল্যে-	২০,০০,০০০/-
*	বকেয়া নিশ্চিত পাওনা আছে-	৫,০০,০০০/-
*	দোকানের এ্যাডভান্স বাবদ জমা আছে-	৩,০০,০০০/-
*	গোডাউনে সিকিউরিটি বাবদ জমা আছে-	২,০০,০০০/-
*	মাল বাবদ কোম্পানীর কাছে অগ্রিম জমা আছে-	৫০,০০০/-
*	ফিক্সড ডিপোজিট আছে-	১,০০,০০০/-
		সর্বমোট- ৪২,৭৫,০০০/-

দেনা:

*	মাল বাবদ বাকি-	১০,০০,০০০/-
*	সাময়িক হাওলাত-	৫,০০,০০০/-
*	দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাংক ঋণের বার্ষিক কিস্তি-	১,০০,০০০/-
*	দোকান ভাড়া বাকি -	৩,০০০/-
*	গোডাউন ভাড়া বাকি-	৫,০০০/-
*	টেলিফোন বিল বাকি-	১,০০০/-
*	ইলেকট্রিক বিল বাকি-	৮,০০/-
*	গ্যাস বিল বাকি-	৩,০০/-
*	পত্রিকার বিল বাকি-	৩০০/-
*	কাজের মেয়ের বেতন বাকি-	২০০/-
*	স্থানীয় গ্রোসারী দোকানের বাকি-	১,২০০/-
*	গৃহশিক্ষকের বেতন বাকি-	২,০০০/-
*	ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজের বেতন বাকি-	১,০০০/-
*	স্ত্রীর মোহরের বার্ষিক কিস্তি পরিশোধের কথা ধার্য থাকলে ঐ বাকি-	৫,০০০/-
		সর্বমোট- ১৬,১৯,৮০০/-

মোট জমা- ৪২,৭৫,০০০/- মোট দেনা বাদ ১৬,১৯,৮০০/- অবশিষ্ট ২৬,৫৫,২০০/- সুতরাং নেট জমা- ২৬,৫৫,২০০/- এ টাকার শতকরা আড়াই টাকা বা চল্লিশ শতাংশ যাকাত প্রদেয়। সুতরাং শতকরা আড়াই টাকা বা চল্লিশ শতাংশ হিসেবে প্রদানযোগ্য যাকাতের পরিমাণ- ৬৬,৩৮০/- টাকা।

www.waytojannah.com

মাসাইল

* বছরান্তে মোট জমা থেকে মোট দেনা বাদ দেয়ার পর যে নেট জমা থাকবে তার পরিমাণ যদি নেছাব পরিমাণ কিংবা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে তার যাকাত হিসাব হবে এবং যাকাতও দিতে হবে। আর যদি তার পরিমাণ নেছাব সমপরিমাণ না হয় তাহলে তার যাকাত দিতে হবে না।
* স্ত্রীর যে স্বর্ণালংকার আছে তা যদি সাড়ে সাত তোলা হয় কিংবা যে রূপার অলংকার আছে তা যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা হয়, তাহলে এর যাকাত দেয়া স্ত্রীর ওপরই ফরয। আর স্ত্রীর অলংকারের যাকাত যদি স্বামী তার নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়, তাহলে স্ত্রীর অলংকারের যাকাত আদায় হয়ে যাবে।
* স্ত্রীর কোনো অর্থ-সম্পদ বা অলংকার স্বামীর অর্থ-সম্পদের যাকাত হিসাবে অন্তভূক্ত হবে না। অনুরূপভাবে স্বামীর কোনো অর্থ-সম্পদ স্ত্রীর কোনো অর্থ-সম্পদের যাকাত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্বহুস সুন্নাহ, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)

জমির ফসলের যাকাত

জমির উৎপন্ন ফসলের যাকাত দেয়াও ফরয। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ.

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের রোযগারের উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহ্র পথে খরচ করো এবং তার মধ্য থেকেও যা আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে বের করেছি (অর্থাৎ উৎপন্ন করেছি) *(সূরা নং ২ আল্ বাকারা আ: নং ২৬৭)*

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَاتُسْرِفُوْا.

তোমরা ফসলের উৎপন্ন খাও, যখন তাতে ফল ধারণ করবে এবং আল্লাহ্র হক (যাকাত) আদায় করো, যখন ফসল কাটবে এবং অপব্যয় করো না।

(সূরা: নং ৬ আল্ আন'আম, আ: নং ১৪১)

ফসলের যাকাতের নেছাব

অর্থাৎ কৃষি উৎপন্ন ফসল কি পরিমাণ হলে তাতে যাকাত দিতে হবে তা-ই। কৃষি ফসলের নেছাব বা পরিমাণ সম্পর্কে হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি [নবী ﷺ] বলেছেন:

لَيْسَ فِيْمَا اَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

পাঁচ ওয়াসাক (অর্থাৎ ত্রিশ মণ) এর কম ফসলের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

(ছুহীহ্ আল বুখারী, হা: নং ১৪৮৪)

ফসলের যাকাতের হার

অর্থাৎ কৃষি ফসল নেছাব পরিমাণ উৎপন্ন হলে তার যত অংশ যাকাত দিতে হবে তা-ই। এ হার বা অংশ সম্পর্কে হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি [নবী ﷺ] বলেছেন;

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ .

যেসব ভূমি বৃষ্টি অথবা ঝর্ণার কিংবা নদ-নদীর পানি দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয়ে ফসল উৎপন্ন হয়, তাতে 'উশর' (অর্থাৎ নেছাবের এক দশমাংশ) প্রদান করা ফরয। আর যেসব ভূমিতে পানি সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন হয়, তাতে 'নিছফ উশর' (অর্থাৎ নেছাবের বিশ ভাগের একভাগ) যাকাত প্রদান করা ফরয।

(ছহীহ্ আল বুখারী, হা: নং ১৪৮৩)

হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়েমেনে পাঠান এবং নির্দেশ দেন যে, আমি যেন বৃষ্টি এবং ঝর্ণার পানির সাহায্যে উৎপন্ন ফসলের উশর (এক দশমাংশ) এবং সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিক্ত যমীনের ফসলের অর্ধ-উশর (বিশ শতাংশ) যাকাত হিসেবে গ্রহণ করি।"

(সূত্র: সুনানু ইবনে মাজাহ্ [আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হা: নং ১৮১৮)

যেসব কৃষি ফসলের ওপর যাকাত ফরয

আবু বুরদা আবু মূসা ও মু'আজ ﷺ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে নবী ﷺ তাঁদের দু'জনকে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন লোকদের দীনী শিক্ষাদানের দায়িত্ব দিয়ে। তখন তিনি তাদের আদেশ করেছিলেন এ চারটি ছাড়া অন্য কিছু থেকে যেন (ফসলের যাকাত হিসেবে) উশর গ্রহণ না করেন- ভুট্টা, গম, খেজুর, কিশমিশ ও মনাক্কা।' (অর্থাৎ যাকাত নিতে হবে মৌলিক বা প্রধান খাদ্য হিসাবে ঐ চার জাতীয় ফসল থেকে)।

শাক-সব্জি ও তরিতরকারীর কোনো যাকাত দিতে হয় না

হযরত মু'আজ ﷺ থেকে বর্ণিত:

اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْاَلُهُ عَنِ الْخَضْرَاتِ وَهِيَ الْبُقُوْلُ فَقَالَ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ .

তিনি সব্জি অর্থাৎ তরিতরকারীর ওপর যাকাত ধার্য হবে কিনা তা জানতে চেয়ে নবী ﷺ-কে চিঠি লিখলেন। তিনি [রাসূল ﷺ] বলেছেন: এতে কোনো যাকাত ধার্য হবে না। *(সুনানু আত্ তিরমিজী [ছহীহ্ আলবানী] হা: নং ৬৩৮)*

হযরত আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

لَيْسَ فِيْ الْخَضْرَاتِ صَدَقَةٌ .

শাক-সব্জিতে কোনো যাকাত নেই। *(মিশকাতুল মাছাবীহ্ [আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হা: নং ১৮১৩)*

মাসাইল

* সাধারণ ধন-সম্পদ ও ব্যবসায়ী পণ্যের ন্যায় যমীনে উৎপন্ন ফসলের ওপরও যাকাত দেয়া ফরয। তবে এর মধ্যে মৌলিক ও প্রধান খাদ্য শস্যের ওপরই প্রধানত যাকাত ফরয।

* জমির উৎপন্ন ফসলের নেছাব হলো পাঁচ ওসাক অর্থাৎ ত্রিশ মণ। এর চেয়ে কম উৎপন্ন দ্রব্য হলে তার যাকাত দিতে হবে না। আর ঐ নেছাব পরিমাণ কিংবা তার বেশি হলে যাকাত দিতে হবে। অন্যান্য যাকাতের ন্যায় এ নেছাবের বর্ষ পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। বরং যখনই ফসল ব্যবহারযোগ্য হবে এবং কাটা হবে বা তোলা হবে তখনই তার যাকাত দিতে হবে।

* **জমির উৎপন্ন ফসলের যাকাতের হার: এক:** যে জমি সাধারণত বৃষ্টির পানিতে কিংবা ঝর্ণা বা নদী-নালার পানিতে চাষ হয় অথবা নদীর কিনারে হওয়ার কারণে স্বভাবতই উর্বর ও পানি সিক্ত থাকার কারণে চাষ হয়, সে জমির উৎপন্ন নেছাব পরিমাণ ফসলের যাকাতের হার হলো 'উশর' অর্থাৎ দশ ভাগের একভাগ। **দুই:** যে জমিতে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষ হয়, সে জমির উৎপন্ন নেছাব পরিমাণ ফসলের যাকাতের হার হলো- নিছ্ফু উশর' অর্থাৎ বিশ ভাগের একভাগ।

* জমিতে যে চাষ করবে ফসলের যাকাত তাকে দিতে হবে। সে জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করুক কিংবা বর্গা নিয়ে চাষ করুক।

* কোনো জমি দু'জনে মিলে ভাগে চাষ করলে উভয়ের পৃথক পৃথকভাবে প্রাপ্ত ফসল নেছাব পরিমাণ হলে উভয়কে যাকাত দিতে হবে, 'উশর' হিসাবে হলে উশর আর 'নিছ্ফু উশর হিসাবে হলে নিছ্ফু উশর।

* নাবালেগ শিশু বা পাগলের জমি যে অভিভাবক হয়ে চাষ করবে ঐ সফলের যাকাত অভিভাবককে আদায় করতে হবে।

* ওয়াক্ফ জমি যে চাষ করবে, ফসলের যাকাত তাকেই আদায় করতে হবে।

* ফসলের যাকাত ফসলও দেয়া যায় অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যও দেয়া যাবে।

* মালিকানাভূক্ত চাষাবাদযোগ্য সকল জমির ফসলের যাকাত দিতে হবে। সরকারকে জমির খাজনা বা টেক্স দিলে জমির ফসলের যাকাত মাফ হবে না।

* সাধারণ যাকাত যেসব খাতে ব্যয় করার বিধান করা হয়েছে ফসলের যাকাতেও সেসব খাতে ব্যয় করতে হবে।

(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্হুস সুন্নাহ, ফিক্হুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)

জমির ফসলের যাকাত সম্পর্কে কিছু কথা

প্রথম কথা হলো- এ দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রধান দেশ হলেও এখানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত না থাকায় সরকার কর্তৃক সঠিকভাবে যাকাত উসূল ও বন্টনের কোনো সুব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র আলেম-উলামাদের ওয়াজ-নছীহতের ওপর ভিত্তি করেই এদেশের সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যারা বিত্তশালী তারা তাদের ধন-সম্পদ ও অর্থের কিছু যাকাত দিলেও, যারা জমি চাষ করে তারা জমির ফসলের যাকাত দেয় না বা ফসলের যে যাকাত দিতে হয় তা তারা আদৌ জানে না। তার কারণ হলো এ উপমহাদেশের ফিকাহ্‌বিদ ও আলেম-উলামা জমির ফসলের যাকাতকে ভিন্নভাবে দেখেছেন। যার ফলে আলেম-উলামা ওয়াজ-নছীহতে সাধারণত যাকাতের কথা বললেও জমির ফসলের যাকাতের কথা বলেন না। অথচ সাধারণ ধন-সম্পদ ও অর্থের যাকাতের ন্যায় জমির উৎপন্ন ফসলের যাকাতও ফরয। যা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা সুপ্রমাণিত।

প্রকৃতপক্ষে জমির যাকাতের হারের নাম হলো 'উশর' আর এটা আলাদা কোনো শর'য়ী বিধান নয়। বরং এটা যাকাতের বিধানেরই একটি অঙ্গ। যেভাবে পশু সম্পদের যাকাতের অঙ্গ হলো নেছাব অনুপাতে একটি কিংবা একাধিক ছাগল, গরু এবং উট। সাধারণত ধন-সম্পদ বা অর্থের বিভিন্ন অবস্থার ওপর যেমন কোনো সময় যাকাতও ফরয হয় কিংবা হয় না, তেমনি জমির বিভিন্ন অবস্থার ওপরও ভিত্তি করে কোনো সময় ফসলের যাকাত ফরয হয় কিংবা হয় না। সুতরাং 'উশর'কে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। মূলত এ উপমহাদেশের আলেম-উলামারা উশরকে আলাদা করে দেখার কারণেই এখানকার মুসলমান কৃষকরা জমির ফসলের যাকাত দিতে অভ্যস্ত নয়, যেভাবে সাধারণ ধন-সম্পদ বা অর্থের যাকাত দিতে অভ্যস্থ। এজন্য এখানকার আলেম-উলামারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কতটুকু দায়ী হবেন তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।

দ্বিতীয় কথা হলো- জমির ফসলের যাকাত যে অবস্থায় সে পরিমাণ ফরয তা প্রদান করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ জমির ফসল হোক কিংবা সাধারণ ধন-সম্পদ তথা অর্থ সবই কিন্তু মহান আল্লাহ্‌রই দান। তা না হয়ে যদি ধন-সম্পদ, অর্থ-সম্পদ শুধু মানুষের চেষ্টার ফলই হতো তাহলে এ জন্য চেষ্টা না করে এমন কে আছে! শুধু চেষ্টা করলেই তো সবাই ধনমালের ও ফসলের মালিক হয়ে যেতো।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানি ও মানুষের চেষ্টার ফলেই মানুষ ধন-সম্পদ বা ফসলের মালিক হয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মেহেরবানির জন্য মানুষের ধন-সম্পদ ও ফসলের ওপর গরীব-মিসকীনদের জন্য হক ধার্য করে দিয়েছেন। মূলত

এ হকই হলো যাকাত। এ যাকাত জমির উৎপন্ন ফসলেরও দিতে হবে। অন্যথায় তার জন্য ফসলের মালিক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দায়ী হবে। উল্লেখ্য, জমির ফসলের যাকাতের স্বরূপ তথা বিস্তারিত বিবরণ ইতঃপূর্বে 'জমির ফসলের যাকাত' শিরোনামে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

মধুর যাকাত

হযরত আবু সাইয়ারা আল মুত্তা'য়ী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ لِيْ نَحْلاً قَالَ اَدِّالْعُشْرَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اِحْمِهَالِيْ مَحْمَاهَالِيْ.

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার কাছে পোষা মৌমাছি আছে। তিনি বললেন: তাহলে উশর (এক দশমাংশ) যাকাত আদায় করো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ভূমিটি আমাকে খাস জমি হিসেবে দান করুন। অতএব, তিনি আমাকে তা খাস জমি হিসেবে দান করলেন। *(সুনানু ইবনে মাজাহ্ [আলবানীর তাহ্কীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হা: নং ১৮২৩)*

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতার সূত্রে তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত করেছেন:

اَنَّهُ اَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ.

নবী ﷺ মধুর উশর (এক দশমাংশ) আদায় করেছেন।

(সুনানু ইবনে মাজাহ্ [আলবানীর তাহ্কীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হা: নং ১৮২৪)

খনিজ সম্পদের যাকাত

পূর্বের অধ্যায়ে জমির উপরিভাগ থেকে প্রাপ্ত ফসলের ওপর ধার্য যাকাত সংক্রান্ত বিধান মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে জমির অভ্যন্তর থেকে পাওয়া সম্পদের ওপর ধার্য যাকাতের বিষয়টি আলোচনা করা হলো। প্রকৃতপক্ষে জমির গভীরে পাওয়া খনিজসম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার অধীনে সঞ্চিত ও পুঞ্জিভূত করে রেখেছেন। যা মাটির সাথে মিলেমিশে থাকে। তা উত্তোলন ও নিষ্কাশন করার বিভিন্ন পন্থা ও প্রক্রিয়াও তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন। ফলে মানুষ লাভ করছে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, রং, আরসেনিক, তৈল, লবণ ইত্যাদি। তন্মধ্যে কতগুলো হয় তরল এবং কতকগুলো হয় জমাট বাঁধা। আর এসব সম্পদ যে মহামূল্যবান, মানবজীবনের জন্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে আধুনিক যুগে বিশ্বব্যাপী কোম্পানীসমূহ মাটির গর্ত থেকে উত্তোলিত এসব খনিজসম্পদের বলে দুনিয়ায় অগ্রগতি লাভের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ওপরন্তু এসব পুঞ্জিভূত সম্পদের জন্যে দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর কঠিন দ্বন্দ্বে লিপ্ত ও অন্তহীন যুদ্ধে জড়িত হয়।

বিশেষ করে পেট্রোল এ দিক দিয়ে যে কতটা ভূমিকা পালন করে, তা কারো অজানা নয়। তাই এসব সম্পদ যদি কেউ লাভ করে কিংবা কেউ যদি এর মালিক হয়ে তা উত্তোলন করে তাহলে তার যাকাত দিতে হবে। এ পর্যায়ে উল্লেখ্য আয়াত হচ্ছে:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ.

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত পবিত্র জিনিস এবং আমরা যা কিছু তোমাদের জন্য জমি থেকে বের করে দেই, তা থেকে ব্যয় করো।

(সূরা নং ২ আল বাকারা আ: নং ২৬৭)

এখানে জমি থেকে বের করে দেয়া যে সম্পদের কথা বলা হয়েছে তা হলো খনিজ সম্পদ। "আমরা যা কিছু তোমাদের জন্য জমি থেকে বের করে দেই" এ বাক্যের অর্থ মূলত জমির ওপরে উৎপন্ন হলে ফসল, আর গভীর থেকে বের হলে খনিজ। মূলত এ উভয়ই সম্পদ।

খনিজ সম্পদের যাকাতের নেছাব ও হার

খনিজ সম্পদের মধ্যে সোনা ও রূপা ব্যতীত অন্য কোনো পদার্থের নেছাব নির্ধারিত হয়নি। নির্ধারিত হয়েছে তার হার।

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :

... وَفِىْ الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

মাটির গর্ভে প্রাপ্ত দ্রব্যে এক পঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে। *(ছহীহ্ আল বুখারী, হা: নং ১৪৯৯)*

মাসাইল

* মাটির নিচে রক্ষিত সম্পদ অর্থাৎ খনি থেকে প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ সরকারি তহবিলে দিতে হবে। বাকি চারভাগ হলো মালিকের।
* খনিজসম্পদ যখনই উত্তোলন করা হবে তখনই তার পঞ্চমাংশ দিতে হবে। এর জন্য বর্ষপূর্ণ হওয়ার কোনো শর্ত নেই।
* খনিজ সম্পদের যাকাতের ব্যয়ের ক্ষেত্র হবে 'মালে ফাই'-এর ব্যয় ক্ষেত্র। অর্থাৎ তা রাষ্ট্রের সাধারণ বাজেটভূক্ত। যা জনসাধারণ কল্যাণের খাতে খরচ করা হয়। *(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্বহুস সুন্নাহ্, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)*

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা শুধু যাকাত আদায় করা ফরয এবং তার গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করেই শেষ করেননি, বরঞ্চ এ যাকাত কোথায় কোথায় ব্যয় করা হবে তার খাতসমূহও উল্লেখ করে দিয়েছেন।

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

এ ছদকা (যাকাত) হলো একমাত্র ফকীরদের এবং মিসকীনদের জন্যে আর তাদের জন্যে যারা এ কাজের জন্য নিয়োজিত কর্মচারী এবং তাদের জন্যে যাদের মন জয় করা প্রয়োজন। আর তাদের জন্যে যারা দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী এবং যারা ঋণগ্রস্ত তাদের জন্যে, আল্লাহ্র পথে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয বা নির্ধারিত। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং মহাজ্ঞানী।

(সূরা: নং ৯ আত্ তাওবা আ নং ৬০)

উল্লিখিত আয়াতে যাকাত ব্যয়ের খাত বা ক্ষেত্র বলা হয়েছে ৮টি :

১. ফকীর ২. মিসকীন ৩. যাকাত কার্যে নিয়োজিত কর্মচারী ৪. যাদের মন জয় করা প্রয়োজন ৫. শৃঙ্খল মুক্ত বা দাসমুক্তি ৬. ঋণগ্রস্তদের জন্যে ৭. আল্লাহর পথে ৮. মুসাফিরের জন্য।

যাকাত মূলত এ আট খাতে ব্যয় করা যেতে পারে তার বাইরে নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত যিয়াদ ইবনুল হারিস আস-সাদায়ী ﷺ বর্ণিত একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: আমি রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলাম অতঃপর তাঁর হাতে বায়া'আত গ্রহণ করলাম। এ পর্যায়ে তিনি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন- এসময় নবী ﷺ এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল: "আমাকে যাকাত থেকে কিছু দেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন: যাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কোনো নবী বা অন্য কারোর কথা বলার সুযোগ রাখেননি, বরং এ পর্যায়ে তিনি নিজেই চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত বন্টনের জন্য আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তুমি যদি এ আট খাতের মধ্যে পড়ো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে যাকাত থেকে যাকাত দিয়ে দেব।" *(ফিক্বহুয যাকাত)*

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের পরিচয়

১. ফকীর : ফকীর বলতে সাধরাণত সেসব নারী-পুরুষকে বুঝায় যারা তাদের জীবন ধারণের জন্য অপরের সাহায্য সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। নির্দ্বিধায়

অপরের কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য। যেমনঃ জীবিকা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তি, পঙ্গু, ইয়াতীম, শিশু, বিধবা, স্বাস্থ্যহীন, অতীব দুর্বল, বেকার এবং যারা বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার এমন। এসব লোকদের সাময়িকভাবে যাকাতের ফান্ড থেকে যাকাত দেয়া যাবে কিংবা তাদের জন্য যাকাতের ফান্ড থেকে স্থায়ীভাবে ভাতাও নির্ধারিত করা যেতে পারে।

২. মিসকীন : মিসকীন বলতে বিশেষভাবে ঐসব সম্ভ্রান্ত দরিদ্র লোক বুঝায় যারা খুবই দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও আত্মসম্মান ও লজ্জাবোধের কারণে কারো কাছে হাত পাতে না। জীবিকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করার পরও দু'মুঠো অন্ন যোগাড় করতে পারে না।

রাসূল ﷺ মিসকীনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ "লোকদের নিকট ঘুরে ঘুরে যে লোক ভিক্ষা চায় যাকে তুমি এক বা দু'মুঠো খাবার বা একটি/দুটি খেজুর দিয়ে বিদায় করো- সে প্রকৃত মিসকীন নয়। বরং প্রকৃত মিসকীন সে-ই যে স্বাচ্ছন্দ অর্জনের উপায় পায় না, লোকেরাও তাদের দারিদ্রতা বুঝতে পারে না বলে তাদেরকে কিছুই দেয় না। আর তারা লোকদের নিকট ভিক্ষা চাইতেও দাঁড়ায় না।"

(সূত্রঃ ছহীহ্ আল বুখারী, হাঃ নং ১৪৭৯)

বস্তুত এ মিসকীনই সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত ও অধিকারী। যদিও লোকেরা এ মিসকীন সম্পর্কে উদাসীনই থাকে বেশি। মূলত বুঝতে পারে না যে, এ লোককেই সাহায্য দেয়া উচিত। তাই নবী করীম ﷺ এ লোকের প্রতিই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ফকীর মিসকীনকে যাকাত দিলে স্বচ্ছল করে দেয়া

হযরত উমর ﷺ যাকাতের মাল দিয়ে দরিদ্র ব্যক্তিকে বাস্তবিকই ধনী ও স্বচ্ছল বানিয়ে দিতেন। সামান্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে কিংবা কয়েকটি দিরহাম দিয়ে তার ক্ষুধা বা উপস্থিত প্রয়োজন পূরণ করে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না। তাই তিনি বলতেনঃ

اِذَا اَعْطَيْتُمْ فَاَغْنُوْا.

যখন দেবেই তখন ধনী বানিয়ে দাও- স্বচ্ছল বানিয়ে দাও। *(কিতাবুল আমওয়াল)*

৩. যাকাত কার্যে নিয়োজিত কর্মচারী : এরা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা যাকাত আদায় করে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করে আর বণ্টন করে এবং তার হিসাবপত্র সংরক্ষণ করে। তারা ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দেয়ার মতো লোক হলেও যাকাত কার্যে নিয়োজিত কর্মচারী হিসেবে যাকাত থেকে তাদের বেতন-ভাতা দেয়া যাবে।

৪. যাদের মন জয় করা প্রয়োজন : অর্থাৎ ঐসব লোক যাদের মন জয় করা প্রয়োজন ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থে যাদেরকে হাত করা কিংবা যাদের

বিরোধিতা বন্ধ করার প্রয়োজন হয়। এসব লোক কাফেরও হতে পারে এবং ঐসব মুসলমানও হতে পারে যাদের ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের খেদমতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ নওমুসলিম এসব লোককেও যাকাত দেয়া যেতে পারে।

৫. শৃঙ্খলমুক্ত বা দাসমুক্তি: অর্থাৎ যে গোলাম বা ক্রীতদাস তার মনিবের সাথে এরূপ চুক্তি করেছে যে, এতো টাকা দিলে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে, এমন গোলাম বা ক্রীতদাসকে শর'য়ী পরিভাষায় মকাতিব বলে। আযাদীর মূল্য পরিশোধ করার জন্যে মকাতিবকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। তবে বর্তমান বিশ্বে এ প্রথা শূণ্য বললেও চলে।

৬. ঋণগ্রস্তদের : অর্থাৎ যারা ঋণের বোঝায় পিষ্ঠ এবং নিজের প্রয়োজন পূরণের পর ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। বেকার হোক কিংবা উপার্জনশীল তার এতো সম্পদ নেই যে যাতে কর্জ বা ঋণ পরিশোধ করা যাবে। আর ঋণগ্রস্তদের মধ্যে তারাও শামিল যারা কোনো অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, কিংবা কোনো ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা দিতে হচ্ছে অথবা হঠাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেছে যার কারণে ঋণী হয়ে আছে তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।

৭. আল্লাহ্‌র পথে : এর অর্থ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য। অর্থাৎ এমন সব চেষ্টা সাধনা যা আল্লাহ্‌র দীন তথা ইসলাম কায়েম করার জন্যে, তার প্রচার ও প্রসারের জন্যে, শত্রুর হাত থেকে ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্যে। এ চেষ্টা-সাধনা যারা করে তাদের যাতায়াত খরচ, যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। এ 'আল্লাহ্‌র পথে' পরিচয়ের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর বক্তব্যই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন :

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ .

যেলোক আল্লাহ্‌র কল্‌মাকে শ্রেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করলো, তার এ জিহাদই হলো 'আল্লাহ্‌র পথে'। *(ছহীহ্ আল বুখারী, হা: নং ৭৪৫৮)*

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন :

جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ .

তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে, তোমাদের মন দিয়ে ও তোমাদের মুখের (ভাষা) দ্বারা।

(সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ] হা: নং ২৫০৪)

৮.মুসাফির: অর্থাৎ সে পথিক বা প্রবাসী তার নিজ বাড়িতে যত ধন-সম্পদ থাকুক না কেন, পথে বা প্রবাসে যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে মুসাফির যদি অর্থ উপার্জনের জন্যেও সফর করে থাকে এবং তাতে যদি সে নিঃস্ব হয়ে পড়ে তাহলে এ সময়েও তাকে যাকাতের অর্থ থেকে

সাহায্য করা যাবে। কারণ অর্থ উপার্জনের জন্যে সফর করাও বৈধ। রাসূল ﷺ বলেছেন: سَافِرُوْا .... تَسْتَغْنُوْا তোমরা সফর করো, পরিণামে ধনশালী হও।

(সূত্র: সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ্ছহীহা আলবানী, হা: নং ৩৩৫২)

মাসাইল

* যাকাতের অর্থ উল্লিখিত আট খাতের সব খাতেই ব্যয় করতে হবে এমন কোনো শর্ত নয়; বরং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিত উল্লিখিত খাতসমূহ থেকে যে যে খাতে যত পরিণাম দেয়া সঠিক মনে করা হয় সে খাতে ব্যয় করা যাবে। এমনকি যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কোনো একটি খাতেই সমুদয় অর্থ দেয়া যাবে।
* সাধারণ অবস্থায় যাকাত নিজের এলাকা বা অঞ্চলের মধ্যে যারা পাওয়ার অধিকারী তাদেরকে দিতে হবে। নিজের এলাকা বা অঞ্চলের লোককে বঞ্চিত করে যাকাত অন্য স্থানে পাঠানো উচিত নয়। তবে অন্য স্থানে যাকাত পাঠানো প্রয়োজন যদি তীব্র হয় অথবা দীনী কাজে অপরিহার্য দাবি হয়, যেমন- কোনো এলাকা ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে অথবা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে কিংবা কোনো আত্মীয়-স্বজন দুঃখ-কষ্টে আছে। তাহলে অন্য স্থানে যাকাত পাঠানো জায়েয। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে, নিজ এলাকার লোক একেবারে যেন বঞ্চিত না হয়।
* সাধরাণত যাকাত ব্যয় করার যেসব খাত, জমির উৎপন্ন সফলের যাকাত বা উশর এবং রোযার ফিতরাও সে একই খাত।
* যেসব খাতে যাকাত ব্যয় করা হবে তন্মধ্যে ফকীর ও মিসকীন এ দু'খাতই হবে প্রথম পর্যায়ে গণ্য ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কেননা, তাদের স্বচ্ছল বানানো এবং যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োজন পূরণই হচ্ছে যাকাতের প্রধান লক্ষ্য।
* যদি কেউ কাউকে টাকা-পয়সা ধার বা কর্জ দেয়ার পর দেখা যায় কর্জ গ্রহণকারীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। সে ধার বা কর্জ পরিশোধ করতে পারবে না। এ অবস্থায় কর্জ প্রদানকারী তার যাকাতের হিসাব থেকে যদি ঐ কর্জ উশুল বাবদ টাকা কেটে নেয় তাহলে তার যাকাত আদায় হবে না। তবে কর্জ বাবদ টাকা যদি প্রথমে তাকে যাকাত দিয়ে দেয় এবং তারপর তার কাছ থেকে আবার কর্জ পাওনা হিসেবে ঐ টাকা আদায় করে নেয়, তাহলে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।
* জরিমানার টাকা আদায়ের অভাবে যারা জেলে আটক থাকে তাদের মুক্তির জন্যও যাকাতের অর্থ দেয়া যেতে পারে।
* ফকীর-মসিকীন তথা দুঃস্থ অভাবগ্রস্তদের জন্য পরনের কাপড়, শীতের লেপ-তোষক, বিয়ে-শাদী ও পড়ালেখার খরচ বাবদ যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

* ঘরে বা বাসায় কাজ-কর্মের জন্য কাজের মেয়ে, কাজের ছেলে, কোনো কর্মচারী প্রভৃতি তাদের কাজের পারিশ্রমিক কিংবা বেতন-ভাতা হিসেবে যাকাতের অর্থ দেয়া হলে যাকাত আদায় হবে না।
* কেউ যদি সারাবছর বিভিন্নভাবে দান-খয়রাত করে এবং বছরের শেষে ঐসব দান-খয়রাত যাকাত হিসেবে বাদ দিতে চায় তাহলে তার যাকাত আদায় হবে না। কারণ যাকাত দেয়ার সময় যাকাতের নিয়্যত করা শর্ত।
* যাকাত কোনো স্থানে পাঠাতে হলে, পাঠানোর খরচ যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যাবে। *(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্বহুস সুন্নাহ্, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতওয়ায়ে আলমগিরী)*

যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়

'যাকাত' একটি বিশেষ ধরণ ও ভাবধারাসম্পন্ন 'আর্থিক ইবাদত' বিশেষ। তা ব্যক্তি ও সমষ্টির এবং মানব বিশ্বের জীবন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখে তার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

তাই কোনো ব্যক্তিরই তা পাওয়ার যোগ্য অধিকারী না হয়ে তা থেকে একবিন্দু গ্রহণ করার অধিকার থাকতে পারে না। ধন-মালের মালিক বা সরকারের পক্ষেও নিজ ইচ্ছেমতো ও উপযুক্ত খাত তালাশ না করে তা ব্যয় করারও কোনো অধিকার স্বীকৃত নয়।

এ কারণেই ফিকাহ্বিদগণ শর্ত করেছেন যে, যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তি সেসব পর্যায়ের লোক হতে পারবে না যাদের জন্যে যাকাত হারাম হওয়ার অকাট্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে এবং যাকাত ব্যয়ের জন্যে তাদেরকে ছ্বহীহ ও উপযুক্ত খাতরূপে গণ্য করেনি। সুতরাং যাদেরকে যাকাত দেয়া হারাম ঘোষিত হয়েছে, তারা হলো:

১. ধনী ও সচ্ছল লোককে

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) এর বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন:

لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَالِذِىْ مِرَّةٍ سَوِىٍّ.

ধনী ব্যক্তির জন্যে যাকাত ছ্বদকা হালাল নয় এবং সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন শক্তিশালী ব্যক্তির জন্যেও নয়। *(সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্] হা: নং ১৬৩৪)*

২. কাফের-মুশরিককে

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত মু'আজ ﷺ-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন তন্মধ্যে যাকাতের ব্যাপারে

নির্দেশ দিয়েছিলেন: "..... আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মুসলমানদের) ধনমালে তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন তা তাদের (মুসলমান) ধনীদের নিকট থেকে নেয়া হবে এবং তাদেরই (মুসলমানদেরই) গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

(সূত্র: ছহীহ্ আল বুখারী, হা: নং ১৩৯৫)

সমস্ত ফিকাহ্বিদগণ এ হাদীছের ভিত্তিতেই একমত হয়েছেন যে, কোনো কাফের, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদকে যাকাতের একবিন্দু অর্থও দেয়া যাবে না।

৩. পিতা-মাতা ও সন্তানকে

"ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, যাকাতদাতা তার যাকাত তার আপন পিতা-মাতাকে দিতে পারবে না, দেয়া জায়েয হবে না। কেননা, অবস্থা তো এই-যাকাতদাতা নিজেই এদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য এবং দায়ী। এমতাবস্থায় এদেরকে তার যাকাত দেয়া হলে তাদের খরচ বহনের দায়িত্ব পালন থেকে তাদের মুখাপেক্ষিতা দূর করা হবে বটে কিন্তু সে লোক তার স্বাভাবিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ফলে যাকাতের প্রত্যক্ষ ফায়দাটা সে নিজেই পেয়ে যাবে। তখন মনে হবে, সে নিজেই যেন নিজেকে যাকাত দিয়েছে। অথচ তা জায়েয নেই- যেমন যাকাত দ্বারা সে নিজের ঋণ পূরণ করতে পারে না।"

(আল মুগনী, ইবনে কুদামা:)

এছাড়া সন্তানের ধন-সম্পদ তো পিতা-মাতারই ধন-সম্পদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ তুমি ও তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতার জন্যে।

(সূত্র: সুনানু ইবনে মাজাহ [আলবানীর তাহ্কীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হা: নং ২২৯১)

অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :

اِنَّ اَطْيَبَ مَااَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ .

ব্যক্তির নিজের উপার্জন থেকে আহার গ্রহণ খুব বেশি উত্তম এবং ব্যক্তির সন্তান তার নিজেরই উপার্জন বিশেষ। *(সুনানু আন্ নাসায়ী, [আলবানীর তাহ্কীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হা: নং ৪৪৫১)*

অনুরূপভাবে সন্তানদেরকেও যাকাত দেয়া জায়েয নয়। কারণ তারা হলো যাকাতদাতার অংশ। তাদের যাকাত দেয়া নিজেকে দেয়ার সমান।

৪. স্বামী তার স্ত্রীকে

ওপরে পিতা-মাতা ও সন্তানদের বিষয়ে যা বলা হয়েছে স্ত্রী সম্পর্কেও সে একই কথা। ইবনুল মুনযির বলেছেন: "ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ একমত হয়ে বলেছেন যে, কোনো ব্যক্তিই তার যাকাত তার স্ত্রীকে দিতে পারবে না। কারণ স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার তো যাকাতদাতাকেই বহন করতে হবে। আর তা করা হলে স্ত্রীর জন্য যাকাত দেয়া জায়েয হতে পারে না। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ব্যয় বাবদ যাকাত দেয়া হলে তাও জায়েয হবে না। তাতে যাকাত আদায় হবে না।

এছাড়া স্ত্রী তার স্বামীর সাথে অভিন্নভাবে সম্পৃক্ত তথা তার অংশবিশেষ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا ۔

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। *(সূরা: নং ৩০, আর্‌রূম আ: নং ২১)*

এতে বলা হয়েছে স্ত্রী স্বামীর অংশবিশেষ। সুতরাং স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দেয়া মানে নিজে নিজেকে যাকাত দেয়া।

পক্ষান্তরে স্ত্রী তার দরিদ্র স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে শর'য়ী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তবে দেয়া জায়েযের পক্ষে যুক্তি ও ভিত্তি প্রবল বা শক্তিশালী।

অন্যান্য নিকটাত্মীয়দেরকে যাকাত দেয়া

উল্লিখিত পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রী যাদের ব্যয়ভার ও ভরণ-পোষণ বহন করা সরাসরি ও স্বাভাবিকভাবেই যাকাতদাতার ওপর; তাদের ব্যতীত অন্যান্য ভাই-বোন, চাচা-চাচি, ফুফা-ফুফি, খালা-খালু প্রভৃতি নিকটাত্মীয়কে যাকাত দেয়া শুধু জায়েয নয় বরং উত্তমও বটে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ;

اِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلٰى ذِى الرَّحِمِ اِثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ۔

(সাধারণ) গরীব-মিসকিনকে যাকাত দেয়া হলে তা হবে শুধু যাকাতের ছওয়াব। আর নিকটাত্মীয়কে যাকাত দেয়া হলে তাতে হবে যাকাতের ছওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ছওয়াবও। *(সুনানু আন্ নাসায়ী, [আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হুবহু] হা: নং ২৫৮২)*

হযরত আবদুল্লাহ্ ﷺ এর স্ত্রী (যয়নব) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম আমার যাকাত আমার (দরিদ্র) স্বামী ও আমার তত্ত্বাবধানাধীন ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণের জন্য দান করলে তা হবে কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন; তার জন্য পুরস্কার দু'টি। একটি ছদকা- যাকাতের জন্য এবং অপরটি আত্মীয়তার সম্পর্কের জন্য।" *(সূত্র: সুনানু ইবনে মাজাহ [আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হুবহু] হা: নং ২৫৮২)*

উল্লেখ্য, হযরত আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যয়নব ﷺ কুটির শিল্পে উৎপাদন করে উপার্জন করতেন, আর তার স্বামী ছিল গরীব।

৫. মুহাম্মদ ﷺ এর পরিবার ও বংশধরকে

মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার ও বংশের লোকদের জন্যে যাকাত হালাল নয়।

ইমাম আহমদ ও তাহাবী হযরত হাসান ইবনে আলীর নিজের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন;

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ عَلَى جَرِيْنَ مِنْ تَمَرِ الصَّدَقَةِ فَاَخَذْتُ مِنْهُ تَمَرَةً فَاَلْقَيْتُهَا فِيْ فِيَّ فَاَخَذَهَا بِلِعَابِهَا. فَقَالَ : اَنَا اَلُ مُحَمَّدٍ لاَتَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

আমি নবী ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। তখন যাকাতের খেজুরের দু'টি বোঝা চলে আসল। আমি তা থেকে একটি নিলাম এবং মুখে দিলাম। নবী ﷺ তখনই তা মুখের পানিসহ ধরে ফেললেন। অতঃপর বললেন; মুহাম্মদের বংশের লোকদের জন্যে যাকাত হালাল নয়। *(ফতহুল বারী)*

মাসাইল

* মা-বাপ, সন্তান ও স্ত্রীকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। এদেরকে কেউ যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না।
* মা-বাপ, সন্তান ও স্ত্রী এসব যাদের ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভার বহন করতে যাকাতদাতা বাধ্য, তারা ছাড়া অন্যান্য নিকট আত্মীয়কে যাকাতের অর্থ দেয়া জায়েয। শুধু তা-ই নয় বরং দেয়া অতিব উত্তম কাজ।
* যাকাত ফরয হওয়ার মতো নেছাব পরিমাণ অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই।
* কাউকে যাকাত দেয়া উপযোগী মনে করে যাকাত দেয়া হলো। কিন্তু পরে জানা গেল যে, সে যাকাত ফরয হওয়ার মতো নেছাবসম্পন্ন ও স্বচ্ছল ব্যক্তি কিংবা সায়্যিদ বা রাসূল ﷺ-এর বংশধর অথবা এমন নিকট আত্মীয় যাকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। তাহলে এ অবস্থায় যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। অবশ্য যাদের জন্য যাকাত নেয়া জায়েয নয়, তাদের মধ্যে কেউ যদি ভূলে যাকাত নিয়ে থাকে, তাহলে তা ফেরৎ দেয়াই উচিত। *(মাসাইল সূত্রসমূহ: ফিক্বহুস সুন্নাহ্, ফিক্বহুয যাকাত, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী)*

যাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগ্রহ ও বণ্টন করা

বস্তুত যাকাত কোনো ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বা দয়ার ব্যাপার নয়। তা একটা সামষ্টিক সংগঠনের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্র বা সরকারই এ সংগঠন ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারাদি আঞ্জাম দেয়ার জন্যে দায়িত্বশীল। এটা একটা সুগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পালনীয়। মূলত সরকারই এ অনন্য দায়িত্ব পালনের জন্যে একান্তভাবে

দায়ী। সুতরাং যার ওপর যাকাত ফরয তার কাছ থেকে সরকারই তা আদায় ও সংগ্রহ করবে এবং যারা তা প্রাপ্য তাদের মধ্যে তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের দায়িত্বও সরকারের ওপরই অর্পিত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে যাকাতের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবেই:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔

তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, তুমি তাদের পবিত্র করো এবং তা দ্বারা তাদের পরিশুদ্ধ করো এবং তাদের জন্য দু'আ করো। তোমার দু'আ নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে হবে সান্ত্বনা। *(সূরা আত্ তাওবা-১০৩)*

কুরআনের এ নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যতদিন বেঁচে ছিলেন এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ﷺ ও উমর ইবনে আবদুল আযীয (রাহঃ) এর শাসন আমল পর্যন্ত যাকাত সরকারিভাবে সংগ্রহ ও বিরতণ করা হয়েছিল। তাই যাকাত আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে ফরয করেছেন তার সফলতাও তখন প্রতিফলিত হয়েছিলো।

সরকারি যাকাত উসূলকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ফযীলত

সরকার যাদেরকে যাকাত উসূলের কাজে নিযুক্ত করবে তারা কোনোরকম আমানতের খেয়ানত করবে না। তারা যেভাবে এবং যে পরিমাণ যাকাত উসূল করবে তা-ই সরকারি ফান্ডে জমা করবে। এতে কোনোরকম আত্মসাৎ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে হযরত আদী ইবনে উমাইরা আলবিন্দী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

يٰاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَّأْتِىْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের সরকারি কাজের কর্মচারী নিযুক্ত করা হয় আর যে আমাদের নিকট হতে একটি সূঁচ অথবা তদপেক্ষা বেশি কিছুও আত্মসাৎ করে তা নিশ্চয় আমানতের খেয়ানত হবে যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে। *(সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্] হা: নং ৩৫৮১)*

আমানতের খেয়ানত করবে না শুধু তাই নয়, বরং এ ক্ষেত্রে তারা কোনো হাদিয়া বা পুরস্কার লাভ করলে তাও তারা রাখার অধিকারী নয়।

হযরত আবু হুমাইদ সাঈদী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; "একবার নবী ﷺ ইবনু লতুবিয়া নামক আজ্দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। যখন সে যাকাত নিয়ে (মদীনায়) ফিরে বলল: এ অংশ আপনাদের প্রাপ্য যাকাত আর এ অংশ আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। এটা শুনে নবী ﷺ ভাষণ

দানের জন্যে দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহ্‌র গুণগান করলেন অতঃপর বললেন; ঘটনা হলো- আমি তোমাদের মধ্য হতে কোনো কোনো ব্যক্তিকে যেকোনো একটি কাজে কর্মচারী নিযুক্ত করি যে কাজে দায়িত্ব আল্লাহ্ আমার সোপর্দ করেছেন। অতঃপর তোমাদের সে ব্যক্তি এসে বলে যে, এটা আপনাদের প্রাপ্য যাকাত এবং এটা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। আচ্ছা! তাহলে সে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখুক না যে, তাকে হাদিয়া দেয়া হয় কিনা। আল্লাহ্‌র কসম! যে ব্যক্তি তার কোনো কিছু গ্রহণ করবে সে নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তা আপন ঘাড়ে বহন করে হাজির হবে। যদি তা উট হয় চিঁ চিঁ শব্দ করবে, যদি গরু হয় হাম্বা হাম্বা করবে আর যদি ছাগল-ভেড়া হয় ম্যা ম্যা করবে। অতঃপর নবী ﷺ (খুব দীর্ঘ করে) আপন হস্তদ্বয় ওঠালেন যাতে আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখলাম এবং বললেন; হে আল্লাহ্! আমি নিশ্চয় (তোমার নির্দেশ) পৌঁছিয়ে দিয়েছি।"

(সূত্রঃ ছহীহ্ আল বুখারী, হাঃ নং ৬৯৭৯)

অপর এক বর্ণনায় আনাস ইবনে মালেক ﷺ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন اَلْمُعْتَدِىْ الصَّدَقَةَ كَمَانِعِهَا যাকাত আদান-প্রদানে অন্যায় পন্থা অবলম্বনকারী যাকাত বারণকারীর সমতুল্য।

(সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হাঃ নং ১৮০৮)

অপর দিকে যাকাত উসূলকারীর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন;

اَلْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِى فِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى بَيْتِهِ.

ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত উসূলকারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য যতক্ষণ না সে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে। *(সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ্] হাঃ নং ২৯৩৬)*

যাকাত উসূল বা সংগ্রহকারী যাকাতদাতার জন্য দু'আ করা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা ﷺ থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তার মালের যাকাত নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি তার জন্য দু'আ করতেন: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلَانٍ হে আল্লাহ! তুমি অমুকের বংশধরের ওপর দয়া করো।

আমার পিতাও (যখন) স্বীয় যাকাত নিয়ে তাঁর নিকট এলেন তখন তিনি বললেন; اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশধরের ওপর দয়া করো। *(ছহীহ্ আল বুখারী, হাঃ নং ১৪৯৭)*

যাকাত প্রদানকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

যাকাত সংগ্রহকারী তথা সরকারি যাকাত উসূলকারী যখন যাকাত নিতে আসবে তখন তাদেরকে সন্তুষ্ট করা। হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

www.waytojannah.com

اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ.

যখন তোমাদের কাছে যাকাত উসূলকারী আসবে তখন সে যেন তোমাদের নিকট হতে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। *(ছহীহ্ মুসলিম, হা: নং ২৪৯৪)*

হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্ আল বাজালী ﷺ বলেন; "একবার গ্রাম্য আরবদের কিছু লোক রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল; হুজুর! যাকাত উসূলকারী লোকেরা আমাদের নিকট গিয়ে আমাদের প্রতি অবিচার করেন। হুজুর বললেন; তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যদিও তারা আমাদের প্রতি অবিচার করে? হুজুর বললেন; তোমরা তোমাদের যাকাত উসলূকারীদের সন্তুষ্ট রাখবে। (অর্থাৎ যাকাত দেবে) যদিও তোমাদের ওপর অবিচার করা হয়।" *(সুনানু আবি দাউদ [আলবানীর তাহ্কীক্ সূত্রে ছহীহ্] হা: নং ১৫৮৯)*

যাকাত উসূলকারীদের অবিচারের কারণে যাকাত দেয়া বন্ধ করা যাবে না। তাদের অবিচারের জন্য প্রশাসনকে অভিহিত করা যাবে কিংবা প্রশাসনের কাছে তার প্রতিকার চাওয়া যাবে। তারপরও যাকাত না দিয়ে উসলূকারীদের খালি ফেরানো যাবে না। এতে বুঝা যায় যাকাত সরকারিভাবে দেয়ার গুরুত্ব কতটুকু।

বস্তুত রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যাপারে শরী'য়তের যে ভিত্তি তাতে দেখা যায় যাকাত কখনই ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়; বরং ইসলামী সরকারকেই এর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই ইসলামী শরী'য়ত তা সংগ্রহ ও পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বণ্টনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের ওপরই ন্যস্ত করেছে। তা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার করে দেখা হয়নি। এ কারণেই যেসব আরব গোত্র নবী করীম ﷺ-এর সময়ে যাকাত দিতো, আর হযরত আবু বকর ﷺ এর খিলাফতের সূচনাকালে তা দিতে তারা অস্বীকার করলে তিনি বলেছিলেন:

وَاللهِ لَوْمَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

আল্লাহ্র কসম! ওরা রাসূলের যুগে দিত এমন (যাকাতের) একটি রশিও যদি আজ দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো কেবল এ কারণেই। *(ছহীহ্ আল বুখারী, হা: নং ১৪৫৬)*

প্রকৃতপক্ষে যাকাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সফল বাস্তবায়নের জন্যে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া তার কোনো বিকল্প নেই।

আযাদ প্রকাশনের ইসলামী সাহিত্যসমূহ

- ছুহীহ্ আমল ও ইবাদত (নিত্যদিনে আমলের জন্য ১৬ টি বিষয় একসাথে)
- প্রকৃত ঈমান ও আকাইদের পরিচয়
- ইক্বামতে ছ্বালাত (মাসাইলসহ পূর্ণাঙ্গ নামাযের বিবরণ)
- আল্লাহ্র রাসূল (ছ্বঃ) যেভাবে নামায পড়তেন (রাসূল [ছ্বঃ] এর নামাযের বাস্তব চিত্র)
- রাসূল (ছ্বঃ) এর জামা'তে নামায
- নামায না পড়লে মুসলমান হতে পারে কিনা ও প্রশ্নোত্তরে ছুহীহ্ নামায শিক্ষা
- আহকামে হজ্জ ও উমরা
- আমাদের আমল ও ইবাদতে কতিপয় অশুদ্ধ ও শুদ্ধ বিষয়
- আধুনিক জিজ্ঞাসার দুর্লভ উত্তর ১-২
- ইসলামের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সাংবিধানিক রূপরেখা
- মসনূন দু'আ ও সকাল-সন্ধ্যার আমল
- পাক-পবিত্রতার হুকুম ও মাসাইল
- রোযার হুকুম ও মাসাইল
- নফল ইবাদতের ফাযাইল ও মাসাইল
- প্রশ্নোত্তরে আমাদের দীনী শিক্ষা
- যাকাত কেন ও কিভাবে দেবেন
- কুরবানীর সঠিক নিয়ম ও মাসাইল
- ভোটের শর'য়ী বিধান
- প্রশ্নোত্তরে পাঁচটি বিষয় শিক্ষা
- আল-কুরআনে আখিরাতের পরিচয়
- ছুহীহ্ হাদীছের পরিচয় ও হাদীছ গ্রহণের মূলনীতি
- ইবাদতের নামে শির্ক ও বিদা'ত
- মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের করণীয়সমূহ
- তাক্বলীদ
- আদর্শ দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন
- আমাদের দীন ও শরী'য়তের পরিচয়
- হালাল ও হারাম উপার্জন
- দৈনন্দিন জীবনে প্রিয় নবীর দু'আ-দুরূদ ও ব্যবহারিক সুন্নাত

আপনার নিকটস্থ বইয়ের দোকানে খোঁজ করুন

প্রাপ্তিস্থান

আযাদ বুক্স ঃ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-৬২৩৬০২, ০১৮১৭-৭০৮৩০২

আহসান পাবলিকেশন ঃ বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ০২-৭১২৫৬৬০

প্রফেসর'স বুক কর্ণার ঃ বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ০২-৯৩৪১৯১৫

তাওহীদ পাবলিকেশন ঃ বংশাল, ঢাকা।
ফোন ঃ ০২-৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২

Design : Silex Ctg. © 620829

www.waytojannah.com